NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

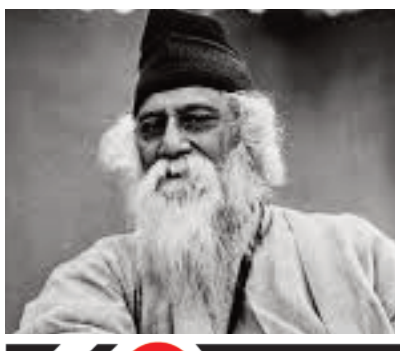

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রবীন্দ্রনাথের রাম, রামায়ণ ও রামরাজত্ব আমাদের জাগিয়ে তোলে

প্রধানমন্ত্রীর জনসভার অনুমতি না মেলায় ক্ষোভপ্রকাশ দিলীপ ঘোষের ৬

কলকাতা ৩০ এপ্রিল ২০২৪ ১৭ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৩১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.4.2024, Vol.17, Issue No. 318, 8 Pages, Price 3.00

সন্দেশখালি কাণ্ডে তদন্ত চালাবে সিবিআই

জানাল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: সন্দেশখালি কাণ্ডে সিবিআই সিট তদন্ত চলবে, সোমবার এমনটাই জানাল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে সোমবার শুনানি ছিল এই মামলার। সুপ্রিম কোর্টে মামলা বিচারাধীন দেখিয়ে, হাইকোর্ট চলা মামলায় কোনও বাধা নয়, এমনটাই জানাল শীর্ষ আদালত। এর পাশাপাশি হাইকোর্টের রায়েও কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়নি শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, জরুরি হস্তক্ষেপের কোনও পরিস্থিতি নেই। এদিকে শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, জুলাই দ্বিতীয় সপ্তাহে ফের এই মামলার শুনানি। এদিকে সন্দেশখালি কাণ্ডে সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল এনএসজি তল্লাশিতে। সিবিআই-এর তদন্তের ভিত্তিতেই সেই তল্লাশি অভিযানে নামে এনএসজি। এরপরই এই তল্লাশি অভিযান নিয়ে 'সন্দেহ' প্রকাশ করে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালিতে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টেও যায় রাজ্য সরকার। তবে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও লোকসভা ভোটের মাঝে কোনও রকম স্বস্তি পেল না তৃণমূল। এই মামলায় রাজ্যের দায়ের করা মামলার শুনানি আপাতত স্থগিত রাখে শীর্ষ আদালত। তবে এই সময়কালে সিবিআই-এর তদন্তপ্রক্রিয়া ব্যাহত করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতিরা।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কোভিশিল্ডের !

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: করোনা টিকা কোভিশিল্ডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। স্বীকার করে নিল টিকা প্রস্তুতকারী সংস্থা 'অ্যাস্ট্রোজেনেকা'। গত ফেব্রুয়ারিতে আদালতে জমা দেওয়া এক নথিতে ওই সংস্থা জানিয়েছিল, তাদের তৈরি করা প্রতিষেধকের কারণে বিরল রোগ 'থ্রম্বোসিস উইথ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া সিনড্রোম' (টিটিএস)-এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আছে। এই রোগে আক্রান্ত হলে রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ কমে যায় এবং রক্ত জমাট বাঁধে। সূত্রের খবর, এই কারণে প্রস্তুতকারী সংস্থাকে গুনতে হতে পারে বিপুল অঙ্কের জরিমানাও। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সহযোগিতায় এই প্রতিষেধক তৈরি করেছিল সংস্থাটি। কোভিশিল্ড ছাড়াও ভ্যাক্সেজেরিয়া নামেও একটি প্রতিষেধক বাজারে এনেছিল ওই সংস্থা। তবে এ দেশে কোভিশিল্ড সর্বাধিক পরিচিত। অনেকেই এই টিকা নিয়েছেন। কিন্তু অন্যটির ভারতে তেমন ব্যবহার হয়নি।

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে সোবার কর্নাটকের বাগলকোটে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উত্তর কন্নড় জেলার সিরসিতে এক নির্বাচনী প্রচারসভায় যাচ্ছিলেন মোদি। সেই সময় হেলিপ্যাডে প্রধানমন্ত্রীর কপ্টার অবতরণ করতেই মোদি দেখা করেন মোহিনী গৌড়ার সঙ্গে। মোহিনী গৌড়া একজন ফল বিক্রেতা।

সুপ্রিম স্থগিতাদেশ মিলল না চাকরি বাতিলের রায়ে

যোগ্য-অযোগ্য বাছাই নিয়ে প্রশ্ন, পরবর্তী শুনানি সোমবার

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: চাকরি বাতিলের রায়ে স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি সোমবার। ফলে এখনও ঝুলে রইল চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষাকর্মীর ভাগ্য। জানা গিয়েছে, যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করতে তারা প্রস্তুত বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সাময়িক স্বস্তি পেলেও এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়ল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। প্যানেল বহির্ভূত চাকরিকে সম্পূর্ণ জালিয়াতি বলে মন্তব্য করে রাজ্যের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, যোগ্য-অযোগ্যদের বাছাই করা হবে কী উপায়ে? তা আদৌ সম্ভব? আর যোগ্য-অযোগ্যদের বাছাই করতে গিয়ে কোনও ভুল হবে না, তারই বা কী নিশ্চয়তা? সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার।

গত সোমবার এসএসসি মামলায় ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের ওই রায়ের ফলে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যায়। হাইকোর্টের রায়ে চাকরি বাতিলের পাশাপাশি যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয়েছে ওই চাকরিপ্রাপকদের। হাইকোর্ট জানায়, এসএসসি দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগগুলি নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই। প্রয়োজনে তারা সন্দেহভাজনদের হেপাজতে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। অভিযোগ

ছিল, অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার জন্য বাড়তি পদ তৈরি করা হয়েছিল এসএসসিতে। সেই পদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছিল রাজ্যের মন্ত্রিসভা। উচ্চ আদালত তাদের রায়ে জানায়, সিবিআই চাইলে মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে।

উচ্চ আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা করে রাজ্য। সেই মামলা উঠেছে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে। সোমবার ওই মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী আদালতে বলেন, হাইকোর্ট এমন নির্দেশ দিয়েছে, যা কার্যকর করা সম্ভব নয়। মানবিকতার কারণে ক্যানসার আক্রান্ত এক জনকে চাকরি দিয়ে বাকি সকলের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। পুরো মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ভোটের সময় পুরো মন্ত্রিসভার সদস্যদের তো জেলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, প্যানেলে নাম নেই, এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছে। এটা তো সম্পূর্ণ জালিয়াতি। তাঁর প্রশ্ন, মন্ত্রিসভা যখন জেনেছিল যে, বেআইনি নিয়োগ হয়েছে, তার পরেও কেন তারা 'সুপারনিউমেরারি পোস্ট' (বাড়তি) তৈরি করতে গেল?

ওএমআর শিট নষ্ট হয়ে যাওয়া, মিরর ইমেজ না থাকা, প্যানেলের বাইরে নিয়োগ; এ সব কী করে ঘটল, তা রাজ্যের কাছে জানতে চেয়েছেন প্রধান বিচারপতি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ওএমআর শিটই যেখানে নেই, সেখানে কী ভাবে যোগ্য এবং অযোগ্যদের বাছাই করা হবে? রাজ্যের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের মন্তব্য, 'আপনারা চাকরি বাতিলের বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন? অথচ কোনও আসল ওএমআর শিটই নেই। কোন তথ্যের ভিত্তিতে যোগ্য এবং অযোগ্যদের বাছাই করছেন? ২৫ হাজার কিন্তু বিশাল সংখ্যা।'

প্রধান বিচারপতি জানান, পুরো বিষয়টিই তাঁরা শুনবেন। তবে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের যে নির্দেশ উচ্চ আদালত দিয়েছিল, তাতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে চাকরিহারাদের আইনজীবী মুকুল রোহতগি চাকরি বাতিলের নির্দেশেও স্থগিতাদেশের আবেদন করেন। তিনি বলেন, 'চাকরি বাতিল নিয়েও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। ইতিমধ্যে ভোটের কাজে অনেকে চলে গিয়েছেন। এই অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব নয়।' কিন্তু প্রধান বিচারপতি তাতে স্থগিতাদেশ দেননি। তিনি বলেন, 'আমরা শুধু মন্ত্রিসভা নিয়ে নির্দেশ দিচ্ছি। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না সিবিআই।'

দক্ষিণবঙ্গে একইদিনে ৩ জনসভা করতে ফের বাংলায় আসছেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের দু-দফা মিটেছে সবে। বাংলার ৪২ আসনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ৬ কেন্দ্রে নির্বিঘ্নেই মিটেছে ভোটগ্রহণ পর্ব। আগামী ৭ মে উত্তরে দুই আসনের সঙ্গে ভোটগ্রহণ শুরু দক্ষিণবঙ্গেও। আর তার আগে ফের বঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, আগামী ৩ মে মোদি দক্ষিণবঙ্গে তিনটি জনসভা করবেন। কৃষ্ণনগর, বর্ধমান পূর্ব ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করবেন তিনি।

সূত্রের খবর, আগামী ৩ মে, শুক্রবার মোদি একইদিনে তিনটি জনসভা করবেন কৃষ্ণনগর, বোলপুর ও বর্ধমান পূর্বে। কৃষ্ণনগরে মহুয়া মৈত্রকে পরাস্ত করতে এবার

বিজেপির বাজি 'রাজমাতা' অমৃতা রায়। তিনি প্রার্থী হওয়ার পরই ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলে লড়াইয়ের মন্ত্র দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার অমৃতা রায়ের হয়ে সীমান্ত এলাকা তেহট্টে নির্বাচনী প্রচার করবেন মোদি। বোলপুরের বিজেপি প্রার্থী গৃহবধূ পিয়া সাহা। তাঁর হয়েও ৩ মে প্রচার করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এছাড়া বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের গেরুয়া প্রার্থী কবিয়াল অসীম সরকারের সমর্থনে হবে মোদির জনসভা।

২০১৯ লোকসভা ভোটের তুলনায় বাংলা থেকে চব্বিশের নির্বাচনে বেশি আসন পাওয়াকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে লাগাতার বঙ্গে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহরা। ইতিমধ্যে বাংলায় বেশ কয়েকটি জনসভা করে গিয়েছেন মোদি। কখনও বাংলায় বক্তৃতা শুরু করে, আবার কখনও মনীষীদের কথা বলে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবাসীর মন জয়ের চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি তৃণমূল বিরোধী হাতিয়ারগুলিতে আরও শান দিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদে ভোট কাটাকাটি নিয়ে জোট-খোঁচা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে সরাতে বিরোধীরা মিলে তৈরি করেছিল ইন্ডিয়া জোট। নাম দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই জোট বিশেষ পাকাপোক্ত হয়নি। তাই মমতার ফর্মুলা মেনে যে রাজ্যে যে আঞ্চলিক দল শক্তিশালী, সে সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়নি। বাংলায় তো গোড়া থেকেই এই আসন সমঝোতা হয়নি। তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, বাংলার ৪২ আসনেই প্রার্থী দেওয়া হবে। সেইমতোই কাজ করেছে শাসকদল।

আর তার পর থেকেই নির্বাচনী প্রচারে লাগাতার সিপিএম-কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট কাটাকাটি করতে বিজেপির পরিকল্পনা অনুযায়ী বাম-কংগ্রেস বিভিন্ন আসনে সমঝোতা করে প্রার্থী দিয়েছে, এমনই অভিযোগ তাঁর। সোমবার মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় নির্বাচনী সভা থেকে তিনি কটাক্ষ করেই বললেন, 'ওদের তো একটা কিনলে আরেকটা ফ্রি। সিপিএম কিনলে কংগ্রেস ফ্রি, কংগ্রেস কিনলে সিপিএম ফ্রি।' পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমকে 'বাজপাখি' বলেও কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

আগামী ৭ মে, লোকসভা ভোটের তৃতীয় দফা ভোটে শামিল হবেন মুর্শিদাবাদের ভোটাররা। ওইদিনই আবার ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনেও ভোট দেবেন তাঁরা। ফলে দুই নির্বাচনের প্রচারেই সোমবার জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই সিপিএম-কংগ্রেসের 'ভোট কাটাকাটির পরিকল্পনা' নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন।

তাঁর কথায়, 'কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, বাজপাখি সেলিম। উনি জিততে পারবেন না। বিজেপির পরিকল্পনায় এরা কোথাও সিপিএম, কোথাও কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে। বিজেপিকে হারাতে নয়, তৃণমূলের পাকা আসনে প্রার্থীদের হারাতে এই প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। বিজেপি দেখবেন এদের টাচ করে না। অথচ তৃণমূলের সব নেতানেত্রীকে কীভাবে হেনস্তা করা হয়।' এর পর নেত্রীর আরও সংযোজন, 'একটায় দুটো ফ্রি। সিপিএম কিনলে কংগ্রেস আর কংগ্রেস কিনলে সিপিএম ফ্রি।'

এদিনের সভা থেকে ইন্ডিয়া জোটের কথা উল্লেখ করে কংগ্রেসের ভূমিকার সমালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটে আমি আছি, ওই নাম আমিই দিয়েছিলাম। কিন্তু সিপিএম-কংগ্রেসের বন্ধ জোটে নেই। কংগ্রেসকে বলেছিলাম, এখানে তোমাদের দুটো আসন দিচ্ছি। একার ক্ষমতায় লড়ো। কিন্তু শুনল না। মুর্শিদাবাদ, রায়গঞ্জ, মালদহে তৃণমূলের ভোটবাক্সে থাবা বসানোর লক্ষ্যে ওখানে প্রার্থীদের দাঁড় করিয়েছে। লাভ নেই। মনে রাখবেন, তৃণমূল প্রার্থীরা জিতলে আপনাদের জন্য কাজ করবে। ভোট কাটাকাটিতে যাবেন না।'

মালদা উত্তরে জোট প্রার্থীর সঙ্গে টক্করের ইঙ্গিত বিজেপি-তৃণমূলের

শুভাশিস বিশ্বাস

হাবিবপুর, গাজোল, চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর, রতুয়া এবং মালদা এই ক'টি বিধানসভা নিয়ে ছিল মালদা লোকসভা কেন্দ্র। 'ছিল' বলার কারণ, ২০০৯ সালে নতুন করে মালদার সীমানা নির্ধারণ করে নির্বাচন কমিশন। এরপর মালদা ভেঙে তৈরি হয় মালদা উত্তর এবং মালদা দক্ষিণ এই দু'টি কেন্দ্র। প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা গনি খান চৌধুরীর গড় হিসেবে পরিচিত ছিল পুরো মালদা জেলা। গনি খান রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল জেলাজুড়ে। সেই সময় একটা মিথ ছিল, কংগ্রেস নয়, গনি খানই ছিলেন মালদার শেষ কথা। এর প্রভাব দেখা যায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মৃত্যুর পরেও। মালদা ভেঙে দুভাগে ভাগ হলেও মজবুত ছিল কংগ্রেসের ঘাঁটি। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে মালদা উত্তর কেন্দ্রে থাবা বসায় বিজেপি। সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন সিপিএম থেকে বিজেপিতে নাম লেখানো খগেন মুর্মু। তবে ২০১৯-এর লোকসভার সেই ট্রেন্ড বজায় থাকেনি ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে। মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা মধ্যে ৪ কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। বিজেপি জয় পায় ৩টি আসনে।

এদিকে খগেনকে নিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ, বিগত পাঁচ বছরে এলাকায় কোন উন্নয়ন করেননি তিনি এমনকী তাকে দেখাও যায়নি। তাই মানুষ এবার এই লোকসভা কেন্দ্রে পরিবর্তন চায়। অন্যদিকে, খগেন মুর্মুকে নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে বিজেপির অন্দরেও। এই লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক এলাকায় সাংসদ বিরোধী পোস্টারও নজরে এসেছে। তবুও খগেন মুর্মুর ওপরেই ভরসা রেখেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

২০২৪-এ উত্তর মালদায় নির্বাচনী লড়াই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকের মতে, লড়াই খগেনের সঙ্গে লড়াই হবে কংগ্রেসের মোস্তাক আলমের। আর অপর এক অংশের ধারনা, লড়াইটা খগেনের সঙ্গে হবে সদ্যপ্রাক্তন পুলিশকর্তা, তৃণমূলের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কেউ কেউ মনে করছেন, এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু প্রার্থী একজন। তাই সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগিও কম হতে পারে। ২০১৯-এ এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী মৌসম নুর চার লক্ষ ২৫ হাজার এবং কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী তিন লক্ষের বেশি ভোট পেয়েছিলেন। এই ভোট-কাটাকাটির জেরে 'লাভের গুড়' খেয়েছিল গেরুয়া শিবির। পাঁচ লক্ষের কিছু বেশি ভোট পেয়ে ৮৪ হাজার ভোটে জিতেছিলেন খগেন। এদিকে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে আরও একটা বড় ইস্যু ছিল জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবং সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। এই আইন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় মেরুকরণের হাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বাম-কংগ্রেস। তবে এনআরসি, সিএএ নিয়ে ভয় অনেকটাই কেটেছে, আলোচনায় আগ্রহও কমেছে। ফলে এবার জোটপ্রার্থী মোস্তাক বদলে দিতে পারেন সমীকরণ, এমন আশঙ্কাও রয়েছে শাসক শিবিরে। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে এই লোকসভা কেন্দ্র মোট ভোটারদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম ভোটারের সংখ্যা সমান। হিন্দু ভোটারদের মধ্যে রয়েছেন আদিবাসী ও মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকজন-ও।

অন্যদিকে, শিক্ষক নিয়োগ বা রেশনে দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তপ্ত হলেও এখানে তার প্রভাব তেমন একটা নেই। তবে পঞ্চায়েতে 'দুর্নীতি' হয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। পাশাাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনের অঙ্কও বলছে, বাম-কংগ্রেস মালদহ উত্তর লোকসভা এলাকায় সাড়ে চার লক্ষ ভোট পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে জোট প্রার্থী মোস্তাকের বক্তব্য, 'পরিযায়ী শ্রমিকের তথ্যে কারচুপি করেছিল প্রশাসন। আমরা প্রকৃত চিত্র তুলে ধরছি। বিড়ি শ্রমিকদের দুরবস্থার কথাও বলছি।'

এরপর দুয়ের পাতায়

আজ শুধু বর্ধমানেই সভা অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের প্রচারে আজ রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার বাংলায় জোড়া সভা করার কথা ছিল শাহের। যার মধ্যে একটি সভা নদিয়ার কৃষ্ণনগরে এবং অপরটি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়। তবে সভার ২৪ ঘণ্টা আগে বিজেপি সূত্র মারফত খবর, কৃষ্ণনগরের শাহি সভা বাতিল করা হয়েছে। অনিবার্য কারণ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে। তবে কৃষ্ণনগরের সভা বাতিল হলেও পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে থাকবেন অমিত শাহ। পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার রসুলপুরে হবে এই সভা।

তাপপ্রবাহের পর সপ্তাহান্তে ক্ষীণ আশা মিলল আবহাওয়া পরিবর্তনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তাহশেষে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মে মাসের শুরুতেও থাকবে তাপপ্রবাহের স্পেল। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, অতি তীব্র তাপপ্রবাহের চরম সতর্কবার্তা আরও তিনদিন। ৪ঠা মে পর্যন্ত দাবদাহ চলবে। এদিকে অতি তীব্র তাপপ্রবাহের চরম সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনায়। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আরও পাঁচ দিন সব জেলায় চলবে তাপপ্রবাহ। তাপপ্রবাহের সঙ্গে বেশিরভাগ জেলায় বইবে লু-ও। শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এরপর শনিবার থেকে আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা, কারণ বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ হাওয়া ঢুকবে বঙ্গে। যার জেরে রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে, অন্তত এমনটাই আশা আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। তবে পশ্চিমি হাওয়ার প্রভাব কতটা থাকবে তার উপর নির্ভর করছে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা।

এদিকে দাবদাহে যেমন জ্বলছে দক্ষিণবঙ্গ তার থেকে বাদ যাচ্ছে না উত্তরবঙ্গও। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের নিচের তিন জেলাতে বইবে তাপপ্রবাহ। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে থাকবে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। চরম গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া কোচবিহার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উপরের এই পাঁচ জেলায়। আগামী পাঁচদিনে তাপমাত্রার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আরও পাঁচ দিন তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, কলকাতা-সহ উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে দুপুরে লু-এর পরিস্থিতি থাকবে। বাকি সময়ে থাকবে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৬/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮৮১ নং এফিডেভিট বলে Singuru Rakesh Rao S/o. Singuru Chalpati Rao ও Rakesh Rao S/o. Lt. C. Rao সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫২ নং এফিডেভিট বলে Bulu Malakar Chakraborty W/o. Shoumendu Chakraborty ও Bulu Chakraborty W/o. S. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ২০৩৯ নং এফিডেভিট বলে Mamata Majumdar ও Rina Majumder W/o. Biswajit Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১০/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৪৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajaram Shaw ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Damroo Shaw ও Lt. Damroo Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৩০ নং এফিডেভিট বলে Abdul Kaiyum Ansari S/o. Md. Ismail Ansari ও Abdul Kaiyum Ansari S/o. Md. Anbarul Ansari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯২ নং এফিডেভিট বলে Arun Kumar De S/o. Madanmohan De ও Arun Dey S/o. M. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে এপ্রিল। ১৭ ই বৈশাখ। মঙ্গল বার। ষষ্ঠী তিথী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রতিবেশীর সাথে হঠাৎ করে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসাটি যেভাবে সাজাবেন ভেবেছিলেন, তাতে কিছু বাধা পড়বে। আজ সতর্ক থাকা ভালো, দূর সম্পর্কের আত্মীয় থেকে। হঠাৎ করে অপরিচিত ফোন কল না ধরা শুভ। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। একদম সকালে বাজার করাকে কেন্দ্র করে পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সম্ভাবনা। নিজেগৃহ মন্দিরে একমুষ্টি আতপ চাল ও প্রদীপ দান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট বা ডক্টরেট করার জন্য, বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য শুভ। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে শুভ যোগ তৈরি হবে। ঋণ দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। ব্যবসায় নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।বিদ্যার্থীদের

মিথুন রাশি : দিনটি খুবই শুভ হবে। কর্মের অনুসন্ধানে যারা রয়েছেন তাদের কর্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ। ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। পরিবারে জটিল যে সমস্যা ছিল তার সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : শুভ হবে। আজ পুরাতন বান্ধবী দ্বারা লাভ প্রাপ্তির দিন। প্রেম নিবেদন করবেন ভেবেছিলেন আজ শুভ দিন। প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্য অতীব শুভ দিন, বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বাণিজ্যে সতর্কতা প্রয়োজন। গ্রহ সংস্থান, যা রয়েছে তাতে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। যারা উচ্চবিদ্যায় আছেন, তাদের বাধা পড়বে। আজ সারাদিন দৌড়োদৌড়ি হবে কাজ হবে না। আজ প্রবীণ নাগরিকদের যুক্তি মানলে হয়তো এগিয়ে যেতে পারবেন। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ গৃহকলহ। দেবী তারার মন্ত্রে প্রদীপ জ্বালুন, গৃহ মন্দিরে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ ৩০ তারিখ সতর্ক হয়ে পথ চলুন। আজ ছোট্ট একটি বিবাদকে কেন্দ্র করে বড় আকার ধারণ করতে পারে। যে স্বজনকে আপনি পছন্দ করতেন না, হঠাৎ করে আজ তার ফোন কলে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা সতর্ক থাকুন। যারা শিক্ষকতা করেন তারা সতর্ক থাকুন। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করেছিলেন, নির্ভয় তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধবী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা টেকনিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজের মধ্যে আছেন, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা উচ্চবিদ্যা আছেন তাদের জন্যও শুভ। ব্যাংকিং টেনশন যা ছিল, সেখান থেকে সমস্যার পথ পাবেন। পরিবারে গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন। কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : নৈরাশ্য- আলস্য হতাশা, আপনাকে আজ গ্রাস করবে। কোন সুযোগ হাতের বাইরে যেতে পারে। আপনাকে আজ সাক্ষাতের জন্য কেউ ডাকলে, খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা করুন। কোন প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতায় কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আপনার আলস্য নৈরাশ্য হতাশা আজ গ্রহ সংস্থান এইরকম। গৃহে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকে আপনার আধ্যাত্বিক শক্তি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। মনের মধ্যে একটা আনন্দ অনুভূত হবে, স্বজন বান্ধব পরিবার প্রতিবেশী দ্বারা শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। এগিয়ে চলুন বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমিকদের অত্যন্ত শুভ। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন। শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : শ্রমের দ্বারা জয় নিশ্চিত। কিছুটা হতাশা মনোমধ্যে তৈরি হবে। কর্মে শুভ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। যারা শিল্পী এবং কলা কুশলী বা অভিনয় করেন তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যে যোগাযোগ আটকে ছিল আজ আবার তা নতুন পথ দেখাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে বিশ্ব পত্রসহ ভগবান শিবের পুজো করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্ঞ অর্থবৃদ্ধি। বিশেষত তরল পদার্থ কেমিকেল জল দুধ এই ধরনের বাণিজ্যে যারা আছেন, তাদের প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন স্বজন আত্মীয় দ্বারা উপকৃত হবেন। আজ গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন

(আবির্ভাব তিথি মুহূর্ত শ্রী আনন্দময়ী মাতার)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭০ নং এফিডেভিট বলে Abu Sayeed Choudhury S/o. Abdur Raquib Choudhury ও Abusayeed Choudhury S/o. A. R. Choudhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩৮৭ নং এফিডেভিট বলে Bapi Banik S/o. Mrityunjay Banik ও Bapi Bonik S/o. Mrityunjay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৬/১৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া কোর্টে ২১১৭৮ নং এফিডেভিট বলে Sanjiv Kumar, Sanjiv Kumar Singh ও Sanjiv Singh S/o. Raj Kumar Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৫৬১ নং এফিডেভিট বলে আমি Anurag Guha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nanigopal Guha ও N. Guha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৬৮৫ নং এফিডেভিট বলে Janiul Mallick S/o. Abul Kalam Mallick ও Jainul Mallick S/o. Lt. Abul Kalam Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Tuhina Majumdar Sarkar W/o. Susanta Sarkar D/o. Manoj Kumar Majumder R/o. North Narayanpur, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মৃত পিতা Monoj Majumder ও Monoj Kumar Majumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Rameshwar Lal Bhutra S/o Late Jagannath BHutra residing at 15/16, Rameswar Malia Lane, 2nd floor, P.S. and Dist-Howrah-711107do hereby Solemnly affirm and declare Before The Notary Public at Howrah by Affidavit No. 94AB598138 Date 29th April 2024, That my name is wrongly recorded in his School certificate of my son Pankaj Bhutra as Ram Lal Bhutra in place of Rameshwar Lal Bhutra. But my actual and correct name is Rameshwar Lal Bhutra and it is also recorded in my all papers and documents. That henceforth the names i.e. Rameshwar Lal Bhutra, Rameswar Lal Bhutra and Ram Lal Bhutra indentically refer to me as ane and the same person and not three different persons.

REQUIRED

Full-time Company Secretary required for a Kolkata-based company (RAGHUVAR MERCHANTS Pvt. Ltd.)

Interested candidates may mail their resumes on suman.aga1971@gmail.com

দলিল হারিয়েছে

সকলের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি : শ্রী মতিলাল দে, পিতা প্রয়াত দিবাকর দে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কর্মচারী এবং এডিএসআর বর্ধমান ১৯৯০ সালের ২৬৮৩ নম্বরে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মালিক। উক্ত দলিলের মালিক হওয়ায়, তিনি আমার মক্কেল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পারবীরহাটা শাখা থেকে উক্ত দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি জমা দিয়ে হাউস বিল্ডিং লোন পেয়েছেন। উল্লিখিত হাউস বিল্ডিং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর হল ৩৫২৭৮৩৪৮৫০৯। ০৫.০৮.২০২২ তারিখে উল্লিখিত পারবীরহাটা শাখার শেষ ঝুঁকি ফোকাসড অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা চলাকালীন, এটি পাওয়া গেছে যে ১৯৯০ সালের ২৬৮৩ এডিএসআর-এর জন্য মূল নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলটি হারিয়ে গেছে কারণ হিসেবে আমার কথিত ক্লায়েন্ট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বর্ধমান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছে জিডি নং ২৪৪৪ তারিখ ২৫.০৪.২০২৪।

যদি কেউ উপরে উল্লিখিত দলিলের সাথে কোন আপত্তি করে, তাহলে প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে রসিদ সহ লিখিতভাবে দাবি করতে হবে শাখা ব্যবস্থাপক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পারবিরহাটা শাখা, পোস্ট- শ্রীপল্লী, থানা- বর্ধমান এবং জেলা - পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১০৩ এই নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোন দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

সোহম সোম' অ্যাডভোকেট
নৈবেদ্য, বড়বলিডাঙ্গা, পো. শ্রীপল্লী, থানা - বর্ধমান এবং জেলা- পূর্ব বর্ধমান
মো. নং ৯৪৭৪০৪২৫৪০

ঘোষণাপত্র

আমি **শ্রী অনুপ মন্ডল**,পিতা :- শ্রী অখিল মন্ডল, জাতি :- হিন্দু,পেশা :- ব্যবসা, সাং:- মোল্লার বিল, পো:- সমুদ্রগড়, থানা: পূর্বস্থলী, জেলা :- বর্ধমান, পিন:- ৭১৩৫১৯।

বিগত ইংরাজীর ৪ঠা জুন ২০১৫ সালে ৩৭১২ নং বিক্রয় কোবালা দলিলে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করি শ্রী নিলয় শীল হইতে যিনি বিগত ইংরাজীর ১৯/০২/২০১৫ সালে পূর্বস্থলী এ ডি এস আর অফিস হইতে বহি ৪ এর ৫ নং আমমোক্তার নামা পত্রের মাধ্যমে মালিকাধীন হন যাহাতে আমমোক্তার দাতাগণ থাকেন এবং কিছু অংশ সরাসরি বিক্রেতা মাধ্যমে বিকৃত হয় যাহাতে **বিক্রেতা গণ হলেন - ১) দুলাল চন্দ্র সাহা, ২) নিলয় শীল,** এবং **আমমোক্তার দাতা গণ হইলেন ১) শ্রীমত্যা শোভা রানী শীল, ২) শ্রীমতি সীমা দাস, ৩) শ্রীমতি শীলা রায়চৌধুরী, ৪) শ্রীমতি লীলা দাস, ৫) শ্রীমতি মালা নাথ।**

অতএব আমি যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি আগামীতে তাহা আমি রেকর্ড করতে শুরু করিলে আমমোক্তার গণ বা আমমোক্তার দাতা বা সম্পত্তি এর আসল মালিকের বা কোনো প্রকার কোনোরূপ অভিযোগ, আপত্তি বা অন্যান্ন কিছু থাকিলে তাহা সরাসরি উপরুক্ত ঘোষণা কারকের নিকট জানাতে বাধ্য থাকিবেন বা যোগাযোগ করিবেন।

উপরুক্ত ঘোষণা সাপেক্ষে সম্পত্তি তপশীল

জেলা :- বর্ধমান, মৌজা :- সমুদ্রগর, খতিয়ান নং :- ৮৫২, ৯০৭, ২৮১১, ২৮৬৪, দাগ নং :- ২১৮৬, শ্রেণী:- শালী। মোট জমির পরিমান :- ৪.৯৫ শতক মাত্র।

PREPARED & DRAFTED BY ME
SANKHA SUBHRA SANTRA (ADVOCATE)
20/04/24. , REG NO: - F-1525/2017

LEGAL NOTICE

আমার মক্কেল এর নির্দেশ অনুসারে আমি জানাইতেছি যে ১) শ্রীমতি চন্দ্রারায়, স্বামী শ্রী শ্যামল রায়, সাং- হাট আশুড়িয়া, ২) সাদরুল আমিন মল্লিক, পিতা- মৃত আবুল কাশেম মল্লিক, সাং- মান্দারবুনি সর্ব - পোষ্ট- হাট আশুড়িয়া, থানা- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পিন নং- ৭২২২০৪, ১) শ্রীমতি ঝর্না রাজ ওরফে ধনিবালা রায় ওরফে ধনিবালা রাজ, স্বামী- শ্রী তরুন রাজ, সাং- হরিরাম পুর, পোষ্ট- হাট আশুড়িয়া ২) শ্রীমতি ভারতি দে, স্বামী- জয়দেব দে, সাং- হরিনাগড়া, পোষ্ট- বড়জোড়া, সর্ব- থানা- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া পক্ষে গত ইং ২০২৩ সালের গঙ্গাজলঘাটি এ ডি এস আর অফিস এর ১১৩৫ নং আম্মোক্তার দলিল দ্বারা নিযুক্তীয় আম্মোক্তার শ্রী সুধাময় মণ্ডল, পিতা- ঁমন্টু মণ্ডল, সাং- হরিনাগড়া, পোষ্ট ও থানা- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পিন- ৭২২২০২, উক্ত আমমোক্তার দলিলে মৌজা- বাসুদেবপুর উত্তর, জে এল - ৭৫ মধ্যে হাল ৪৬৩ খতিয়ান সাবেক ও হাল ৬৪৪ দাগে ০৮.৫০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, যদি উক্ত সম্পত্তিতে আম্মোক্তার দাত্রিগণ বা তাদের ওয়ারিশ গণের কোনরুপ আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে গ্রহিতার সাথে বা আমাকে লিখিত ভাবে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

Mob.: 9002312881, 9475862281
Yours Faithfully
SK Mursalim
Advocate
Bankura District Court
Enrolment No.- F/4308/3374/2023

LEGAL NOTICE

আমার মক্কেল এর নির্দেশ অনুসারে আমি জানাইতেছি যে ১) আসিয়া বিবি শেখ, স্বামী- সায়েভ আলি শেখ, সাং- মানগ্রাম, ২) সান্তনা বেওয়া, স্বামী- আসরফ আলি শেখ, সাং- রাজপ্রসাদপুর সর্ব পোষ্ট- হাট আশুড়িয়া, থানা- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পিন নং- ৭২২২০৪, ১) শ্রীমতি ঝর্না রাজ ওরফে ধনিবালা রায় ওরফে ধনিবালা রাজ, স্বামী- শ্রী তরুন রাজ, সাং- হরিরাম পুর, পোষ্ট- হাট আশুড়িয়া ২) শ্রীমতি ভারতি দে, স্বামী- জয়দেব দে, সাং- হরিনাগড়া, পোষ্ট- বড়জোড়া, সর্ব- থানা- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া পক্ষে গত ইং ২০২৩ সালের গঙ্গাজলঘাটি এ ডি এস আর অফিস এর ১১৩৫ নং আম্মোক্তার দলিল দ্বারা নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সুধাময় মণ্ডল, পিতা- ঁমন্টু মণ্ডল, সাং- হরিনাগড়া, পোষ্ট ও থানা- বড়জোড়া, জেলা- বাঁকুড়া, পিন নং-৭২২২০২, উক্ত আমমোক্তার দলিলে মৌজা- হাট আশুড়িয়া, জে এল নং ৭৫ হাল ২১২৪ ও ১৯৬৬ খতিয়ানে যাহা কিছু সম্পত্তি আছে তাহা খরিদ করিতে ইচ্ছুক, যদি উক্ত সম্পত্তিতে আমমোক্তার দাত্রিগণ বা তাহাদের উত্তরাধিগণের কোনরুপ আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে গ্রহিতার সাথে বা আমাকে লিখিত ভাবে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

Mob.: 8617355621
Yours Faithfully
SK Mursalim
Advocate
Bankura District Court
Enrolment No.- F/4308/3374/2023

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় জেলা জজ্ চুঁচুড়া হুগলী
দেওয়ানী আপীল মোকর্দ্দমা নং ১৩০/২০১৫

আপীলেন্টঃ- হোসনে আরা বেগম
-বনাম-
রেসপন্ডেন্টঃ- রোওসন আরা বেগম ও অন্যান্য

প্রতি,

১ (বি) **রোওসন আরা বেগম,** স্বামী- সেখ নাসীম আলী, সাকিম- গ্রাম- তালপুকুর, পোঃ ও থানা- ডোমজুর, জেলা- হাওড়া।

২) **মহম্মদ হোসেন,** পিতা- আব্দুল গেনী,

৩) **মফিজুল রহমান,** পিতা- মহম্মদ হোসেন,

৪) **সফিকুল রহমান,** পিতা- মহম্মদ হোসেন,

২ হইতে ৪ নং ব্যক্তিদের সাকিম- গ্রাম- রামপুর, গুপ্তীপাড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী।

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে হোসনে আরা বেগম, স্বামী- মহম্মদ সেলিম, সাকিম- দে পাড়া, পোঃ- ইলসোবা মন্ডলাই, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী নিবাসী আপনাদের বিরুদ্ধে উপরে উল্লেখিত আদালতে দেওয়ানী আপীল মোকর্দ্দোমা নং ১৩০/২০১৫ রুজু করেছেন।

এমতাবস্থায় আপনারা নিজে অথবা আপনাদের নিযুক্তীয় উকিল বাবু ১৩/০৬/২৪ তারিখে উক্ত আদালতে বেলা ১০.৩০ মিনিটে উপস্থিত থেকে উক্ত মামলার শুনানিতে অংশ গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে নচেৎ আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হবে।

আপীলেন্টের পক্ষে নিযুক্তিয় উকিল বাবু
চিত্রলেখা দাস,
জেলা জজ্ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

ইতি
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ্ আদালত চুঁচুড়া হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

In The 3rd Court of Civil Judge (Jr Divn.), Midnapore
T.S. 391/2018
Rajkumar Goswami ... Plaintiff
vs
State of West Bengal & others ......Defendants

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে **শ্রী রাজকুমার গোস্বামী,** পিতা শ্রী নিমাই চন্দ্র গোস্বামী, সাকিন নতুনবাজার, পোঃ মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। জে. এল. নং-১৮৩, কোতয়ালী থানার অন্তর্গত বল্লভপুর মৌজাস্থিত ২৪ ডেঃ সম্পত্তি যাহার চৌহুদ্দি উঃ- সাবেক ৯১৮ দাগ, দঃ- সাবেক ৩৫০৩ দাগ, পূঃ - সাবেক ৩৫৩২ দাগ, পঃ- সাবেক ৯১৭ দাগ সম্পর্কে একটি মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় রাজ্য সরকার এবং নতুনবাজার এলাকার সাধারন অধিবাসীগণকে বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমা যার বর্তমান **টি.এস. নং ৩৯১/২০১৮** তাহা স্থানীয় তৃতীয় সিভিল জজ্ (জুনিয়ার ডিভিশন) আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা পরবর্তী ধার্য্য **১৬/০৫/২০২৪** তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া ব্যাক্ত করিতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

আদেশনুসারে
অরুণ রায়, (সেরেস্তাদার)
তৃতীয় সিভিল জজ্ (জুনিয়ার ডিভিশন) আদালত, মেদিনীপুর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

চতুর্থ দফায় সঙ্কট প্রবণ ভোট কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থ দফার নির্বাচনে রাজ্যের ক্রিটিকাল বা সঙ্কট প্রবণ ভোট কেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অনুব্রত মণ্ডলের বীরভূমের বোলপুর আসনেই সব থেকে বেশি সঙ্কট প্রবণ ভোট কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে কমিশন। কয়লা ও গোরু পাচার মামলায় বর্তমানে জেলবন্দি তৃণমূলের বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। কিন্তু গত বারের পঞ্চায়েত ভোটের নজির টেনে লোকসভা ভোটে ওই জেলাতেই সব থেকে বেশি অশান্তির আশঙ্কা করছে নির্বাচন কমিশন। সেই জন্যই শুরু হয়েছে তৎপরতা।

লোকসভা ভোটের চতুর্থ পর্বে আগামী ১৩ মে রাজ্যের আটটি আসনে ভোট নেওয়া হবে। তার মধ্যে বোলপুর আসনটিও রয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, চতুর্থ দফায় ১৫ হাজার ৫০৭ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৩৬৪৭ টি কে সঙ্কট প্রবণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরমধ্যে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে সর্বাধিক ৬৫৯ টি সঙ্কট প্রবণ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া বীরভূমে ৬৪০, বহরমপুরে ৫৫৮, বর্ধমান দুর্গাপুরে ৪২২, রানাঘাটে ৪১০, আসানসোলে ৩১৯ টি ভোটকেন্দ্রকে সঙ্কট প্রবণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চতুর্থ পর্বে সব থেকে কম সঙ্কট প্রবণ ভোট কেন্দ্র রয়েছে বর্ধমান পূর্বে -৩০১ টি।

কমিশনের বিধিমাফিক কোনও একটি ভোটকেন্দ্র বা বুথ 'ক্রিটিক্যাল' বলে চিহ্নিত করার জন্য সেখানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা দেখা হয়। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক বছর আগের পঞ্চায়েত ভোটের মানদণ্ড প্রাধান্য পাচ্ছে। পঞ্চায়েত ভোটের গোলমাল বা হিংসার ইতিহাস মাথায় রাখা হচ্ছে। কোনও একটি এলাকায় জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার হার এবং গোলমাল পাকানোর মতো লোকের সংখ্যাও দেখা হয়। আর কমিশনের নিয়ম মতো কোনও একটি বুথে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়লে, কোনও এক জন প্রার্থী ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পেলে এবং কোনও একটি বুথে ১০ শতাংশের কম ভোট পড়লেও তা অতি সংবেদনশীল বলে ধরা হয়। এই সব দিকগুলি বিচার করে এই সপ্তাহেই চতুর্থ পর্যায়ের ভোটের জন্যও আধা সামরিক বাহিনী মোতায়নের পরিকল্পনা যত দূর সম্ভব এগিয়ে রাখতে চায় কমিশন।

শহুরে ভোটারদের সচেতন করতে রাস্তায় নামল বিশেষ ট্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি রাজ্যের শহর এলাকাতেও যাতে ভোটদানের হার বাড়ে সেজন্য নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হচ্ছে। বিশেষ করে শহুরে ভোটারদের সচেতন করতে কমিশনের তরফে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে একটি বিশেষ ট্রাম সোমবার রাস্তায় নামল। কলকাতা উত্তর জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের উদ্যোগে ওই ট্রামটি আজ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এসপ্লানেড থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। সোমবার ধর্মতলার ট্রাম ডিপো থেকে ওই ট্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণের হারে সার্বিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চলতি লোকসভা নির্বচনের প্রথম দফাতেও ভোটদানের নিরিখে গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল এরাজ্য। আগামী দফার ভোটগুলিতেও যাতে এই প্রবণতা অক্ষুন্ন থাকে। তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল বলেন, নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার দেওয়ার কাজেরই একটি অংশ ভোটের সময় সাধারণ ভোটারদের সুরক্ষা দেওয়া। ভোটগ্রহণের দিন কলকাতার সাধারণ নাগরিক যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেজন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাঁচ দিনের কর্মসূচির প্রথম দিনে থাকছে বিশেষভাবে সক্ষমদের আঁকা চিত্র ও শিল্পকলার প্রদর্শনী। দ্বিতীয় দিনে থাকছে ইভিএম ও ভিভি প্যাট নিয়ে সচেতনতা প্রচার। তৃতীয় দিনে প্রবীণদের জন্য বিশেষ কর্মসূচির পাশাপাশি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে তরুণ প্রজন্মকে ভোট দানে উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে আয়োজন করা হবে সেলফি প্রতিযোগিতারও।

রাজ্যের পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিজিত ধর, কলকাতা উত্তরের জেলা নির্বাচনী আধিকারিক শুভাঞ্জন দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবল গরমে বাড়তি লোড, বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখতে বৈঠকে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুয় এখন তাপপ্রবাহের কারণে নাজেহাল হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেকেই বর্তমানে বাড়িতে এসি লাগাচ্ছে। এর ফলে ওভারলোডিংয়ের হয়ে ফল্টের কারণে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনা ঘটেছে। সিইএসসি এলাকায় শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২,৭২৮ মেগাওয়াট। কিন্তু এই রকম আবহাওয়া চলতে থাকলে আগামী দিনগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সিইএসসি। কলকাতা ও তার পার্শ্ববতী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে সিইএসসি। লোডশেডিং আর টেকনিক্যাল ফল্টের জাঁতাকলে জেরবার মানুষ পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। সিইএসসির হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করেও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

লোকসভা নির্বাচন চলছে। তারই মধ্যে এই পরিস্থিতি রাজ্যের শাসক দলের মাথাব্যথাও বাড়িয়েছে। ঝড় নেই, জল নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন অবস্থায় কাটাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের উপরও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। বিজেপি প্রচারে বলছে, রাজ্যে সরকার বদলালে সিইএসসির একাধিপত্য খর্ব করা হবে।

সিইএসসির তরফে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কথা অস্বীকার করা হয়নি। তাদের পাল্টা যুক্তি, বাজারে যে পরিমাণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বিক্রি হচ্ছে, সেই তুলনায় সেই তথ্য দিয়ে উপভোক্তারা বিদ্যুৎ দপ্তরে আবেদন করছেন না। ফলে লোডজনিত সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার তৎপর হলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সোমবার বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে বিগত ৫০ বছরে রেকর্ড ছাড়িয়ে তীব্র দাবদাহে মানুষের কাছে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সিইএসসির এমডি, ইডি ডিস্ট্রিবিউশন, ইডি টেকনিক্যাল, ইডি সাপ্লাই-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। বৈঠকে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন নিগমের ডিরেক্টর ডিস্ট্রিবিউশন, ডিরেক্টর অপারেশন,ইডি ডিস্ট্রিবিউশন ও বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু। বৈঠকে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য সিইএসসিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন অরূপ বিশ্বাস। সেই সঙ্গে সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে আরও দ্রুততার সঙ্গে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

একই সঙ্গে অরূপ বিশ্বাস সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে বলেন, যেখানে টেকনিক্যাল ফল্ট হবে সেখানে অবিলম্বে সিইএসসির কাছে যে ১০০টি জেনারেটর রয়েছে তা দিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি আবারও ম্যানপাওয়ার ও মোবাইল ভ্যান বাড়ানোর নির্দেশ দেন।

মালদা উত্তরে জোট প্রার্থীর সঙ্গে টক্করের ইঙ্গিত দুই ফুলের

প্রথম পাতার পর...

সিপিএমেরই স্থানীয় এক নেতা জানান, 'গাজল, হবিবপুর ও মালদহে বিজেপির সঙ্গে লড়াই হচ্ছে তৃণমূলের। বাকি চার বিধানসভায় বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ জোট। ফলে ভোট কাটাকাটির আশঙ্কা থাকছেই।' এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের এক স্থানীয় নেতাও জানান, 'মালতিপুর, চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুরে এগিয়ে থাকব। রতুয়ায় টক্কর হবে। হবিবপুরে বিজেপির সঙ্গে ব্যবধান কম ফল নিয়ে সব শিবির 'আত্মবিশ্বাসী' দেখালেও বিজেপির অন্দরমহলের খবর, প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় বেশ কিছু 'অভিমানী' নেতা রয়েছেন। অনেক চেষ্টাতেও চিঁড়ে না কি ভিজছে না। সংখ্যালঘু প্রধান অনেক এলাকায় বুথ কমিটিই গড়া যায়নি। এদিকে খগেনের দাবি, 'সংগঠনে সমস্যা নেই। কাজ আর প্রধানমন্ত্রীকে দেখে মানুষ ভোট দেবেন।' পাশাপাশি তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও খগেনকে 'অ্যাক্সিডেন্টাল এমপি' বলে তকমা লাগিয়েছেন। সঙ্গে এও জানান,'দুর্ঘটনা বারবার ঘটে না।' পাশাপাশি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন, গঙ্গাভাঙন নিয়ে কিছুই করতে পারেননি বিদায়ী সাংসদ। তবে তিনি জিতলে প্রত্যেক বছর ৩১ ডিসেম্বর রিপোর্ট কার্ড পেশ করবেন এও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রসূনবাবু। প্রত্যুত্তরে খগেন জানান, যে কাজ করা হয়েছে, তা ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে। সঙ্গে নদীভাঙন সমস্যা নিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি, গঙ্গা ও ফুলহার নদীর দু'ধারে বাঁধ নির্মাণ করবেন।

তবে জোড়াফুলের অন্দরেও কান পাতলে শোনা যাচ্ছে চাপা অন্তর্কলহের সুর। সূত্রে খবর, এই কেন্দ্রে টিকিট প্রত্যাশী ছিলেন জেলা সভাপতি রহিম বক্সি। না পেয়ে কিছুটা হতাশ তিনি। পাশাপাশি রহিম এও জানান, একশো শতাংশ যোগ্য লোক প্রার্থী হয়েছেন তা তাঁর জানা নেই। সঙ্গে এও বলেছেন, প্রার্থী নাকি এখনও তৃণমূল কর্মী হয়ে উঠতে পারেননি। আচরণ সেই 'পুলিশকর্তার' মতোই। এদিকে এই লোকসভা কেন্দ্রে তৃতীয় দফা অর্থাৎ ৭ মে ভোট। তবে এবিপি-সি ভোটার সমীক্ষা বলছে, ৫ এপ্রিল পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে তাতে মালদা উত্তর কেন্দ্রে সম্ভাব্য জয়ী বিজেপির খগেন মুর্মু। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি সমীক্ষাও মালদা উত্তরে এগিয়ে রেখেছে বিজেপি প্রার্থীকেই।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩০ এপ্রিল ২০২৪ ১৭ বৈশাখ ১৪৩১ মঙ্গলবার

শেখ শাহজাহানের বেআইনি কাজের টাকা মন্ত্রীদের পকেটেও ! বিস্ফোরক ইডি

আদালতে জামিন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শেখ শাহজাহানের অপকর্মের সুবিধা পেয়েছেন রাজ্যের দু-তিনজন মন্ত্রী। বিস্ফোরক দাবি ইডির। সোমবার ব্যঙ্কশাল আদালতে দাঁড়িয়ে সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা'র জামিনের বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বলে শাহজাহান এবং তাঁর অনুগামীদের জামিন দিলে সতর্ক হয়ে যেতে পারেন ওই মন্ত্রীরা। সওয়াল জবাব শেষে শেখ শাহজাহান, আলমগীর, দিদার বক্স, শিবু হাজরাকে ১৩ মে পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে জানানো হয়, শুধু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই নয়, শেখ শাহজাহানের দুর্নীতির টাকা গিয়েছে রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রীর কাছে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, ইডি আদালতে এও জানিয়েছে, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজের টেন্ডার বেআইনিভাবে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে শাহাজান ও তাঁর অনুগামীদের। দাবি করা হয়েছে শাহজাহানের দুর্নীতির টাকা অস্ত্র ব্যবসাতে খাটানো হত। কালো টাকা ঘুরিয়ে কাজে লাগানো হতো অস্ত্র ব্যবসায়। এরই রেশ ধরে ইডির আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী এদিন আদালতে এও জানান, তদন্তে আগেই তাঁরা জানতে পারেন, অস্ত্র

ব্যবসাতেও টাকা খাটানো হয়েছে। এবার সন্দেশখালির গ্রাম থেকে অস্ত্র উদ্ধার বিষয়টি তাতে সিলমোহর দিয়েছে। এর পাশাপাশি ইডির তরফ থেকে এও আদালতে জানানো হয়, শাহজাহানের পরিবারও একাধিক বিষয় স্বীকার করেছে। সোমবার আদালতে ইডির আইনজীবী এই প্রসঙ্গে এও জানান, তাদের নজরে রাজ্যের আরও একাধিক মন্ত্রীও রয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা আদালতে এদিন এও জানান, তদন্তে উঠে এসেছে, সন্দেশখালিতে জমি দখল করে যে দুর্নীতি করা হয়েছে তার টাকা প্রভাবশালীদের হাতেও গিয়েছে। এই সূত্র ধরেই সন্দেশখালির সাধরণ মানুষের জমি জবর দখল থেকে শুরু করে ইডির এই আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় শেখ শাহজাহান সহ ৪ জনের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের আবেদন করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইডির আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী আদালতে আর্জি জানান, নতুন তদন্তে উঠে এসেছে ধৃত ৪ জনের সঙ্গে মন্ত্রীরা জড়িত থাকায় এরা যদি জামিন পায় তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে। এর পাশাপাশি ইডির তরফ থেকে এদিন এ অভিযোগও আনা হয়, শাহজাহানের ভাই শেখ সিরাজুদ্দিন একজন চিকিৎসকের আশ্রয়ে রয়েছে বলেও অভিযোগ আনা হয়েছে।

অন্য দিকে, এদিনই বসিরহাট আদালতে আসে সিবিআইয়ের একটি দল। বিশাল ব্যাগ, তথ্য নিয়ে ভিতরে ঢোকে তারা। যার মধ্যে ছিল সন্দেশখালি থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আর নিয়ন্ত্রণ নেই, প্রশাসন চলে গিয়েছে দুষ্কৃতীদের হাতে, মন্তব্য অর্জুনের

মনোনয়ন জমা দিলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: একদিকে মুখে ব্যারাকপুরের উন্নয়নের বার্তা, অন্য দিকে, বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের বিরোধিতায় প্রচার চালাচ্ছেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। ব্যারাকপুর থেকে গুন্ডারাজ মুক্ত করার ডাক দিয়ে অর্জুন সিং এর বিরোধিতা নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাতে জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দিতে এসে তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের তোলা সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী।

অর্জুন সিং বলেন, 'যদি ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ চলে তবে রাজ্য সরকার এতদিন কী করেছে? কেন গুন্ডারাজ খতম করতে পারছে না?' তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, '১২ বছর ধরে কেন গুন্ডারাজ চলছে? গুন্ডারাজের মহারানি কে? গুন্ডারাজ তৈরি করছে।' তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূলের যে কোন সভায় প্রার্থীর ডানদিকে বামদিকে দেখা যাচ্ছে এনডিপিএস কেস খাওয়া আসামিগুলি কাউন্সিলর হয়ে বসে আছে। বিজেপিতে আছে এমন একটা খুঁজে বার করে দিন। সন্দেশখালিতে বোমা উদ্ধার ও রেজিনগরে বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন এদিন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এখন আর রাজ্যের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সমস্ত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছে দুষ্কৃতীদের হাতে। সন্দেশখালিতে বোমা উদ্ধার হচ্ছে। রেজিনগরে বিস্ফোরণ হচ্ছে। আর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কালী পটকা ফাটলে রাজ্যে এনআইএ আসছে। বাংলা আসলে বোমার স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।'

জয়ের ব্যাপারে শুরু থেকেই আশাবাদী ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ। এদিন মনোনয়ন দিতে যাওয়ার আগে অর্জুন সিং বলেন, 'ব্যারাকপুর বিজেপির ছিল। ব্যারাকপুর বিজেপির থাকবে।' সোমবার সকাল ১০-৪৫ মিনিট নাগাদ জগদ্দলের মজদুর ভবন থেকে বাইরে বের হন তিনি। তারপর মজদুর ভবনের কাছেই শীতলা মন্দিরে তিনি পুজো দেন। পুজো শেষে ১১-৩০ নাগাদ হুড খোলা গাড়িতে চেপে মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য বারাসাত জেলা নির্বাচনী অধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা দেন। মন্দিরে পুজো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, লক্ষাধিক মার্জিনে জিতবেন বলেই আশা রাখছেন।

এদিনই বারাসতে জেলাশাসকদের দপ্তরে মনোনয়ন পত্র জমা দেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। তিনি বলেন, 'ব্যারাকপুরের মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তাঁরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। তাঁরা যদি আমাকে আর্শীবাদ করেন, আমাকে কাজ করার সুযোগ দেন তবে আমি ব্যারাকপুরকে উন্নতত্বর ব্যারাকপুরে পরিণত করব। আমি গুন্ডারাজ মুক্ত ব্যারাকপুর উপহার দেব।' এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, বীজপুরের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী।

চলাফেরার ক্ষমতা হারানো হবু ডাক্তারকে নতুন জীবন দিলেন কলকাতার চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অদম্য চেষ্টা, সকলের প্রবল ইচ্ছেশক্তি যে জীবনে ভালো কিছুর সন্ধান দিতে পারে তা আরও একবার প্রমাণ হল। দুর্ঘটনার জেরে হাঁটাচলার ক্ষমতাহীন হয়ে পড়া ডাক্তারির ছাত্র পাঁচ মাস পর আবার নব জীবন পেলেন। পিজি হাসপাতালে চিকিৎসকরা যেন অসাধ্য সাধন করে নতুন ইতিহাস লিখলেন। ডাক্তারির ছাত্রও নতুন করে পড়াশোনার জগতে ফিরতে পারবেন জেনে খুশির হাওয়া। শুরু হচ্ছে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়।

বাড়ির ছোট ছেলেকে আদর করে সবাই 'নিউটন' বলে ডাকে। গত বছরের ৮ ডিসেম্বর নদিয়ার বাড়িতেই গাছ কাটছিলেন তিনি। হঠাৎ কাটা গাছের ডালটা দেবব্রতকে নিয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে মাটিতে পড়ে। কাটা ডাল সরিয়ে উঠতে গিয়ে নিউটন বুঝতে পারে কোমর থেকে পা পর্যন্ত অসাড়। হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করেও ব্যর্থ। এক লহমায় চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল। একতলা বাড়ি সমান গাছ থেকে পড়ার যন্ত্রণার থেকেও অনেক বড় কষ্ট তখন তরুণের। নিজে ডাক্তারির ছাত্র, তাই খানিকটা বুঝতে পেরেছিলেন, কোমরের হাড় তো বটেই নার্ভের বড় ক্ষতি হয়েছে। তাই এমন অবস্থা। পিজি হাসপাতালের ফিজিক্যাল আন্ড স্পোর্টস মেডিসিন বিভাগে বসে নিউটন বলেছেন, কোনওরকমে অসাড় দেহটা কলকাতায় নিয়ে আসেন পরিজনরা। একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে এক্স-রে করে দেখা যায় ডান পায়ের কোমরের হাড় ভেঙেছে। তড়িঘড়ি অপারেশন হল।

কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ হয় না। শারীরিক যন্ত্রণা তো আছেই তারওপর কার্যত চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে মানসিক যন্ত্রনায় তলিয়ে যেতে থাকেন ডাক্তারির ওই ছাত্র। কলকাতার একটি বিখ্যাত স্নায়ু চিকিৎসার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। মেরুদণ্ডের এমআরআই করে দেখা যায় এল-ওয়ান হাড় ভেঙে সরে গিয়েছে। চিকিৎসকদের কথায়, 'এই হাড় কোমর থেকে শরীরের নিম্নাঙ্গের স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। কোনওরকম আঘাতে পক্ষাঘাত হয়।' ওই হাসপাতালে এল-ওয়ান হাড়ের অস্ত্রোপচার হল। দিনসাতেক হাসপাতালে কাটল। কোমর থেকে নিম্নাঙ্গের অবস্থা আগের মতো। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

নিউটনের কথায়, বাড়ির লোকজন যখন গভীর হতাশা বুকে নিয়ে ফেরার উদ্যোগ করছেন হঠাৎ একটা ফোন আসে তাঁর দাদার কাছে, পিজির ফিজিক্যাল অ্যান্ড স্পোর্টস মেডিসিনের রিহ্যাবে একটাই বেড খালি আছে। ১৪ ডিসেম্বর পিজিতে ভর্তি হন নিউটন। বিভাগীয় চিকিৎসকরা আসেন। শুরু হয় তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো অদম্য লড়াই। ডাক্তারির ছাত্র হওয়ার সুবাদে তাঁর সঙ্গেই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলত।

আর তারপরের একটা বিশেষ দিন যেন অবিকল কোনও সিনেমার চিত্রনাট্যের মতো। নিউটনের কথায়, 'একদিন স্যরের ঘাড়ে ভর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছি। হঠাৎ স্যর সরে গেলেন। কোনও রকমে পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম দূরে স্যর হাসছেন।' নিউটনের কথায় চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল ব্যায়াম।

কাউন্সিলরের নামে পোস্টার কলকাতায়, দলেরই একাংশের কাজ বলে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী আবহে উত্তর কলকাতায় ফের সামনে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনা।

মানিকতলা বাজার এলাকায় ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীনাক্ষী গুপ্তের বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার। এই ঘটনায় কাউন্সিলর বলছেন, তাঁর দলের একাংশই চক্রান্ত করে এই পোস্টার মেরেছে এলাকায়। এদিকে পোস্টারে যা লেখা হয়েছে তাতে প্রোমোটারদের সঙ্গে অসাধু যোগাযোগ রয়েছে কাউন্সিলরের।

সাধারণত এই ধরনের পোস্টার নজরে এলে শাসকদলের তরফে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়।

তবে ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সরাসরি অভিযোগ আনলেন দলেরই কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে।

এই প্রসঙ্গে মীনাক্ষী গুপ্ত বলেন, 'যাদের তুষ্ট করতে পারছি না, যাদের অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারছি না, আমার দলের সেই লোকজনই এই ধরনের পোস্টার রাতের অন্ধকারে দিচ্ছে। বিরোধী দল হলে বলতাম, রাজনৈতিক চক্রান্ত। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আমার দলের একাংশের কাজ। রাতের অন্ধকারে আমার এলাকায় বিভিন্ন অংশে এভাবে পোস্টার মেরেছে।' এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা তাপস রায় বলেন, 'মীনাক্ষী গুপ্তর সততা রয়েছে যে বলেনি বিজেপি পোস্টার দিয়েছে। এরকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলের সব ওয়ার্ডে রয়েছে।'

কলকাতা উত্তরের বিভিন্ন অংশে এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে চলেছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের নানা ঘটনা। অন্তর্কলহই সামনে চলে এল লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে। ফলে উত্তর কলকাতায় শাসকদলের অস্বস্তি যে বাড়ল তাতে সন্দেহ নেই।

নাখোদা মসজিদের কাকভোরে অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে বচসায় জড়াল বিজেপি-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কাকভোরে অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়। নাখোদা মসজিদের সামনে একটি আবাসনের লাগোয়া গোডাউনে আগুন লাগে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় ঘণ্টা দেড়েকে আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের হাতাহাতিতে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে যান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর পাঁচটা নাগাদ নাখোদা মসজিদের সামনে একটি আবাসনের লাগোয়া গোডাউনে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। দাহ্য পদর্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৭টি ইঞ্জিন। পরে আরও ৩টি ইঞ্জিন আনা হয়। এরপর ঘণ্টা দেড়েকের মাথায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়নি। এদিকে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও। দমকল বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর রতন কর হালদার জানান, পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। কী থেকে এই আগুন লাগল ফরেন্সিক করার পরেই পুরোপুরি ভাবে জানা যাবে। অগ্নিকাণ্ডে পাশের একটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে যে গোডাউনে আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে সেখানে অগ্নিনির্বাপক কোনও ব্যবস্থাই ছিল না বলে সূত্রে খবর।

এদিকে সোমবার সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। তিনি পৌঁছতেই ছড়ায় উত্তেজনা। বচসা বাধে বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। তৃণমূলকর্মীরা দাবি করেন, বিজেপি এখানে নোংরা রাজনীতি করতে এসেছে।

উল্টোদিকে তাপস রায়ের অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলর এক বিজেপি কর্মীর গায়ে হাত তুলেছেন। কাউন্সিলরের গ্রেপ্তারির দাবিও জানান তিনি। ঘটনাস্থলে যান মেয়র ফিরহাদ ববি হাকিমও।

৩ দিনের মাথায় ই-মেল ঘিরে ফের বোমাতঙ্ক কলকাতা বিমানবন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিন দিনের মাথায় ফের বোমা বিস্ফোরণে কলকাতা বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ই-মেল পেল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, সোমবার সাত সকালে ই-মেল করে বলা হয় বিমানবন্দরে তিনটি বোমা রাখা রয়েছে। এদিন সকালে সাড়ে ৯টা নাগাদ এমন ইমেল আসতেই শুরু হয় সিআইএসএফ, বম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। এর পাশাপাশি বিমানবন্দরে নিযুক্ত সমস্ত বিভাগ বৈঠকে বসে। বিমানবন্দর থানাকেও গোটা বিষয়টি লিখিত আকারে জানানো হয় কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তরফ থেকে। এরপর পুলিশ তদন্তে নামে। এই ধরনের মেল কোথা থেকে আসল বা কারা আছে এর নেপথ্যে তা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়।

প্রসঙ্গত গত শুক্রবারই এরকম ই-মেল এসেছিল কলকাতা বিমানবন্দরে। সেদিনও প্রচুর তল্লাশি চলে। তবে কোনও বোমার সন্ধান মেলেনি। ফলে এই ধরনের ই-মেল কারা করছে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ধরনের হুমকি ই-মেল শুধু মজা করার জন্য নাকি নেপথ্যে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শুধুমাত্র কলকাতা বিমানবন্দরেই নয়, জানা গিয়েছে এমন ইমেল দেশের আরও একাধিক বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছে নানা সময়ে। ২০২৩ সালের জুন মাসে, কলকাতা বিমানবন্দরে একবার বোমাতঙ্ক ছড়ায়। কাতারগামী বিমানে বোমা রাখা আছে বলে চিৎকার করেছিলেন এক যাত্রী। ওই যাত্রীর চেঁচামেচিতে ছড়ায় আতঙ্ক। ভয়ে কাঁপতে শুরু করেন সহযাত্রীরা। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, রাত ৩টে ২৯ মিনিটে টেক-অফের আগে এক যাত্রী বিমানে বোমা রাখা আছে চিৎকার করতে শুরু করেন। তড়িঘড়ি নামিয়ে আনা হয় যাত্রীদের, পুলিশ কুকুর নিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ওই যাত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ বলে তাঁর পরিবার জানায়। যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইএসএফ। তবে এক্ষেত্রে কেন তিন দিনের ব্যবধানে ই-মেলে কেন বোমাতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জলের দাবিতে পানিহাটিতে সৌগত রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: - তীব্র দাবদাহে নাজেহাল অবস্থা। সুস্থ থাকতে চিকিৎসকেরা বারবার জল খেতে বলছেন। এই পরিস্থিতিতে তীব্র জলকষ্টে পানিহাটির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামাশ্রী পল্লির বাসিন্দারা। অভিযোগ, এই প্রবল গরমে ছ'দিন ধরে পানীয় জল মিলছে না। এর প্রতিবাদে সোমবার পথে নামলেন তাঁরা। পানিহাটি পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামাশ্রী পল্লির বাসিন্দারা। জলের দাবিতে মহিলারা সোমবার সকালের দিকে ব্যস্ততম সোদপুর-মাধ্যমগ্রাম রোডের কদমতলা মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

এদিকে প্রচার সেরে কদমতলা মোড় পার হতে গিয়ে অবরোধে আটকে পড়েন দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়।গাড়ি থেকে নামতেই জলের দাবিতে তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, টানা ছয়দিন ধরে তারা পানীয় জল পাচ্ছেন না। অথচ কারও কোনও হেলদোল নেই। বেকায়দায় পড়ে গিয়ে অবরোধের মাঝে দাঁড়িয়ে পানিহাটি পুরসভার আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন সৌগত রায়। সমস্যা মিটে যাবার আশ্বাস দেন। বাসিন্দাদের বুঝিয়ে তিনি অবরোধ তোলেন।

রাজ্য সরকার শাহজাহান-শিবুদের পক্ষে বলে কটাক্ষ সুজন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটিতে প্রচারে এসে সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন দমদম কেন্দ্রের বামপ্রার্থী সুজন চক্রবর্তী। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে যখন দুর্নীতির তদন্ত চলছে। তাঁকে বাঁচাতে রাজ্য সরকার আমাদের করের টাকা ব্যয় করে কেন দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে। এতেই প্রমাণিত, রাজ্য সরকার সন্দেশখালির অত্যাচারিত মহিলা কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের পক্ষে নয়। রাজ্য সরকার শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরাদের পক্ষে।' সোমবারই আদালত শেখ শাহজাহানের জামিনের আর্জি খারিজ করে তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। আদালতে ইডি দাবি করেছে শেখ শাহজাহানের বেআইনিভাবে আয় করা টাকা কয়েকজন মন্ত্রীর পকেটেও গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এদিন এসএসসি মামলায় ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য সরকার। এসএসসি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখল দেশের শীর্ষ আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী সোমবার। এসসিসি মামলা নিয়ে সুজনের প্রতিক্রিয়া, যোগ্য প্রার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করতেই হবে। যারা বেআইনি তাদের চাকরি খারিজ হবে। পরিবর্তে যোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পাবেন। ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল নিয়ে তাঁর দাবি, সব দোষ মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূলের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পড়ুয়াদের চাকরি দিতে আগ্রহী নয় কোনও সংস্থা !

সুবীর মুখোপাধ্যায়

কলকাতা পরীক্ষা শেষ হয়েই রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাছাই করে সেরা ছাত্রীদের 'প্লেসমেন্ট' দিয়ে থাকে একাধিক নামীদামি বহুজাতিক কোম্পানি। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ক্যাম্পাসিং -এর মাধ্যমে প্রতি বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সেরা পড়ুয়ারা নামী সংস্থায় কাজ করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পড়ুয়াকে চাকরি ক্ষেত্রে কর্মী হিসেবে নিয়োগে কোনও সংস্থা আগ্রহ দেখায়নি বলেই জানা গিয়েছে। উল্টে একাধিক সংস্থার তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের

তরফে পাঠানো নামের তালিকা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। আর এই ঘটনায় রীতিমতো স্তম্ভিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ২০২২ সালে ৪০ জন সফল পড়ুয়ার নামের তালিকা 'প্লেসমেন্টের' জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু তা নিয়ে নামী-দামি কোম্পানি কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সাধারণত ২০২০-২২ ব্যাচের পড়ুয়াদের প্লেসমেন্ট ২০২৩ সালের জুলাই থেকে অগাস্ট মাসে থেকে শুরু হয়ে থাকে এবং প্লেসমেন্টের কাজ ২০২৪ সালের মার্চ এপ্রিল অবধি চলে। এবং তারপর বাছাই করা ক্যান্ডিডেটদের বিভিন্ন কোম্পানিতে প্লেসমেন্ট দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মহালয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতি বছর বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের বরাবরই ক্যামপাসিং -এর মধ্যে দিয়ে প্লেসমেন্ট দিয়ে থাকে। কিন্তু এই বছর কোনও কোম্পানি প্লেসমেন্ট নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি। ২০২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ২০০জন পড়ুয়া ছিল। কিন্তু এখন ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট নিয়ে সকলের আগ্রহ কমছে। আগে বড় কোম্পানি থেকে ছোট কোম্পানিগুলিকে অর্থনীতি বিভাগের পড়ুয়াদের প্লেসমেন্টের ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যেত। কিন্তু এবার সেটার ব্যতিক্রম।'

সম্পাদকীয়

১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অসহ্য দাবদাহ থেকে বাঁচতে মাটি দিয়ে তৈরি ছাদ করেছিলেন

সে বছর শান্তিনিকেতনে অনাবৃষ্টিতে ও প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে চার দিকের গাছপালা সব যেন ঝলসে গেছে। গাছগুলির যা অবস্থা, তাতে মনে হচ্ছিল যে সে বার যেন বেলফুল আর ফুটবে না। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল; একটু সৌন্দর্যের কাঙাল আমরা, তাতেও ঈশ্বরের এত কার্পণ্য! বলতে বলতে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। হুহু করে গরম হাওয়া বইছে। চার দিক থেকে গরম একটা তাপ উঠছে। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেছে। আগের বিরক্তি সরিয়ে এক বিস্ময়মুগ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে। কিসে যেন তন্ময় হয়ে গেছেন। ধীরে ধীরে বললেন; ভাল, বড় ভাল, বড় সুন্দর এই পৃথিবীটা। দু'চোখ মেলে যা দেখেছি, তা-ই ভালবেসেছি। বলতে বলতে ডান হাতখানি সামনে মেলে ধরে উৎফুল্ল হয়ে গেয়ে উঠলেন; 'এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়'। ৯ মার্চ, ১৯৩৯ সালে রানী চন্দের দিনলিপির পাতায় গ্রীষ্মের প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথের অনন্য সম্পর্কের কথা ধরা রয়েছে। গরমে কখনও তাঁর কাজের অভিনিবেশ নষ্ট হত না। গ্রীষ্মের দুপুরে দেহলী বাড়ির বারান্দায় বসে কবিতা লিখতেন। সেই রোদের ঝাঁঝ, হা-হা করা গরম হাওয়ায় তাঁর কবিতা লেখার আবেশ নাকি গাঢ় হয়ে উঠত। দরজা-জানলা বন্ধ করে যখন সবাই আরামে বিশ্রাম করছেন, তখন তিনি একটানা লিখে চলেছেন; হাতে একখানা হাতপাখা। বরং বীরভূমের অসহ্য গরম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতাকে বিচিত্র দিকে চালিত করত। যেমন গরমে বসবাসের উপযোগী বাড়ি তৈরির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রথাগত মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের ঘরে গরম নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বেড়ে যেত। সেই সমস্যা সমাধানে ইটের ছাদ তোলা যায়। কিন্তু সাধারণ দরিদ্র মানুষের পক্ষে সেই ব্যবস্থা খরচসাপেক্ষ। তাই মাটির ছাদ তৈরি কথা ভাবলেন তিনি। শুধু ভাবলেনই না, হাতে-কলমে তৈরি করে দেখালেন ভুবনডাঙার গৌরদাস মণ্ডল মিস্ত্রির সাহায্যে। তৈরি হল শ্যামলী। ১৯৩৫ সালে তাঁর পঁচাত্তরতম জন্মদিন পালনের পর কবি এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। দেশীয় প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের এক মডেল যেন এই প্রয়াস। পরে আশ্রমের ছাত্রাবাসটিও তৈরি হয় সেই প্রযুক্তিতে। এক বার চন্দননগরে থাকার সময় দেখেছিলেন হাঁড়ির গাঁথনি দিয়ে তৈরি দেওয়াল। সেই ভাবেই গড়ে তুললেন শ্যামলী বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরখানা। হাঁড়িগুলোর পিঠ রইল বাইরের দিকে আর মুখের দিক দেওয়ালের মধ্যে। এই নির্মাণের পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল যে, গরম হাওয়ার ঝাঁঝ হাঁড়ির গহ্বরের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে আসতে আসতে অনেকটা ঠান্ডা হয়ে যায়। ফলে ঘরের ভিতরের তাপমানও থাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। সুধীরচন্দ্র কর তাঁর কবি-কথা গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, এক জন পণ্ডিত গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসে ঘর ঠান্ডা রাখার এই অভিনব প্রণালীর সমর্থন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রাম, রামায়ণ ও রামরাজত্ব আমাদের ভাবায়, আমাদের জাগিয়ে তোলে

স্বপনকুমার মণ্ডল

কারও মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে । তাঁর মতাদর্শে বাঙালিরাই শুধু নয়, অবাঙালিরাও শ্রদ্ধাশীল। সবার কথা শোনার পর রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে কী বলছেন, বা রবীন্দ্রনাথের মতামত দিয়ে নিজের অভিমত গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস পক্ষে-বিপক্ষের সবার মধ্যেই লক্ষ করা যায় । সেখানে তাঁর একাধিপত্য বিস্ময়কর । সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদিত ভূমিকা প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে নেওয়ার মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শন ও আদর্শ সাহিত্যের পরিসর ছেড়ে সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেই চলেছে । সেদিক থেকে তাঁর মনীষী ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রমশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতে শুরু করে । একালে যখন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে চর্চার অবকাশ আপনাতেই মুখর হয়ে উঠেছে, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে । শুধু তাই নয়, তাঁর মূল্যায়নই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে । বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রাম ও রামায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায় । তাতে অনেকের তাঁকে রামভক্ত মনে হতে পারে । অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করলেও শ্রীরামচন্দ্রের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। সর্বগুণধর শ্রীরামচন্দ্রের মূল্যায়নেও তাঁর শ্রদ্ধাবোধে অন্ধত্ব নেই, বরং যুক্তির আলোর পরশেই তাঁর অসাধারণত্ববোধ প্রতীয়মান । শুধু তাই নয়,রামরাজত্ব নিয়েও তাঁর লক্ষ্যভেদী সমালোচনা বেরিয়ে এসেছে । সেখানে তাঁর প্রশংসা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে,সমালোচনাও সম্বিত ফিরিয়ে দেয়। মহাকাব্যের রূপকের মধ্যেও সমাজ বাস্তবতার পরিচয়কে একালের আলোতেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ । নিছক ভক্তির পরাকাষ্ঠায়,রাম ও রামায়ণ তাঁর কাছে মানবিক আবেদনে নতুন যুগের বার্তাবাহী। সেদিকে একবার দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে ।

রবীন্দ্রনাথের মন ও মননে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে । তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ক্রমশ সেই প্রভাবের ছায়া নানা রূপে কায়া বিস্তার করে । সেক্ষেত্রে ভারতের জীবনচেতনা ও দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের মানবিক গুণের সর্বোত্তম প্রকাশ থেকে রামায়ণের অতুলনীয় প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তাঁর সৃষ্টিতেও সেই রামচন্দ্রের পরিচয় ক্রমশ প্রসারিত হয় । বাল্মীকি,রাম,রামায়ণ ও রামরাজত্বের বিস্তার তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ক্রমশ ফুল-ফলে, শাখা প্রশাখায় বিকশিত হয়েছে। এভাবেই 'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১) গীতিনাট্যে, 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'পরিচয়' (১৯১৬), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ গ্রন্থে, 'জাভাযাত্রীর পত্র' (১৯২৯) ভ্রমণ সাহিত্যে বা 'কাহিনী' (১৯০০) কাব্যে নানা ভাবে রাম-রামায়ণের কথা উঠে এসেছে । সেখানে যেমন রবীন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ নিবিড় হয়ে উঠেছে, তেমনই তাঁর বিরূপ মনোভাবও সংগুপ্ত থাকেনি। রাম চরিত্রের সূর্যদীপ্ত আলোর মধ্যেও গ্রহণের ছায়াও অত্যন্ত প্রকট । বিশেষ করে শূদ্র হয়ে তপস্যা করার অপরাধে শম্বুককে বধদণ্ড প্রদান ও অগ্নিপরীক্ষার পরেও সীতার বনবাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এজন্য বিষয়দুটি তাঁর লেখায় নানাভাবে উঠে এসেছে । শুধু তাই নয়, আকারেপ্রকারে তিনি যে রামচন্দ্রের এই দুটি বিষয় যে মেনে নিতে পারেননি,তা তাঁর বক্তব্য থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে 'প্রাচীন সাহিত্য'র সূচনা প্রবন্ধ 'রামায়ণ'-এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ রাম ও রামায়ণের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । সর্বগুণান্বিত পুরুষোত্তম রামের অতুলনীয় মহামানবের পরিচয়কে তিনি নিবিড় করে তুলেছেন সেখানে । শুধু তাই নয়, দীনেশচন্দ্র সেন ভক্তের মতো রামায়ণের কথাকে যেভাবে আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন,তার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনেও রবীন্দ্রনাথের রামায়ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষণীয় । সেখানে যথার্থ সমালোচনাকে পূজা ও সমালোচককে পূজারি বলেছেন তিনি । সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই রামায়ণের প্রতি তাঁর পূজাকে সবচেয়ে বেশি তন্নিষ্ঠ করে তুলেছেন । আর্য-অনার্যের ঐক্য গড়ে তুলতে শ্রীরামচন্দ্রের সমাজবিপ্লবীর ভূমিকাই শুধু নয়, রামায়ণের মধ্যে ভারত থেকে ভারতের মধ্যে রামায়ণের বিস্তৃতিবোধ তাঁর মূল্যায়নে অধিক গুরুত্ব লাভ করে । স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ভারতের 'পরিপূর্ণ মানবের আদর্শচরিত' হিসেবে শ্রীরামচন্দ্রের চারিত্রিক মাহাত্ম্য সুদীর্ঘকাল ধরে যে প্রবহমান,সে কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । অথচ সেই আদর্শ চরিত্রের প্রতি তাঁর ভক্তি অভাব না থাকলেও তিনি যে অন্ধভক্তির শিকার হয়ে ওঠেননি, তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রদীপের নীচের অন্ধকারকে এড়িয়ে যাননি, বা, উপেক্ষা করে মেনে নেননি,বরং সচেতন ভাবে তার স্থিতিকে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।

১৮৯১-এ 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' গল্পে সমাজের পণপ্রথার শিকারে নারীজীবনের করুণ পরিণতিকে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তুলে ধরে শেষে 'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়' -এর নিদান দিয়ে তার ইতি টেনেছেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ নারীদের প্রতি সমাজের রক্ষণশীলতার দৃষ্টি কাটিয়ে উঠতে পারেননি । সেক্ষেত্রে নারীজীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় বৈষম্যপীড়িত সমাজের ভূমিকাকে প্রকট করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । অন্যদিকে নারীদের প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দীনহীন ব্রাত্য দৃষ্টিভঙ্গি যে নারীনির্যাতনের মূলাধার,তা সময়ান্তরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । 'শাস্তি'র মতো গল্পেই তা প্রতীয়মান । অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার আলো প্রসারিত হলেও নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্য বজায় রাখায় আরও বেশি উগ্র রূপ লাভ করে । সেখানে নারীনির্যাতনের বহুমুখী বিস্তার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । সেই নারীদের দুর্বিষহ জীবনের কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪-তে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র'-এ একের পর এক গল্পে সবুজ করে তোলেন। ঐ পত্রিকায় অধিকাংশ গল্পেই নারীদের ট্র্যাজিক পরিণতিকে তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে 'দেনাপাওনা'র উত্তরকাণ্ডই হল 'হৈমবতী'। পণের টাকা না পাওয়ায় নিরুপমাকে জীবনপণ করতে হয়েছিল। সেখানে নানাভাবে বিশ হাজার টাকা পণ দিয়েও হৈমন্তীর বাবা হৈমন্তীকে বাঁচাতে পারেননি। হৈমন্তীর শিক্ষাই সেখানে অশিক্ষার শিকার হয়ে ওঠে । গল্পটির শেষে গল্পকথক তথা হৈমন্তীর স্বামীর মুখেই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের পুরুষশাসিত সমাজবাস্তবতাকে নিবিড় করে তুলেছেন। রামরাজত্বের মধ্যেই যে সীতার নির্বাসন লুকিয়ে ছিল,তাও তাতে বেরিয়ে আসে । বাবার নিষেধ অমান্য করে স্বামী হয়েও হৈমকে চিকিৎসা করে ভালো করতে না পারার কথা প্রসঙ্গে গল্পকথকের মুখে রবীন্দ্রনাথ রামরাজত্বের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে তার তীব্র সমালোচনার অবকাশ রচনা করেছেন 'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে । জানো তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে যে আমিও ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি।'

'হৈমন্তী' গল্পটি 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হয় ১৩২১-এর জ্যৈষ্ঠে অর্থাৎ ১৯১৪-তে। তার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে লোকরঞ্জনের স্বার্থে শ্রীরামচন্দ্রের মতো মহিমান্বিত চরিত্রের প্রতি মেনে নেওয়ায় দ্বিধাবোধ জেগে উঠেছিল । এজন্য তিনি বারবারই সে বিষয়টির অবতারণা করে তাঁর বিরূপ মনোভাবকে আলোচনার পরিসরে নিয়ে এসেছেন । 'পঞ্চভূত'-এর মধ্যেও তার পরিচয় প্রকট । 'অপূর্ব রামায়ণ'-এ ক্ষিতি সেই সীতার বনবাসের কথা তুলে ধরে। সেখানে অগ্নিপরীক্ষাতে সীতার আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠাও ধর্মশাস্ত্রের দলকে তুষ্ট করতে পারেনি। আর তাই 'প্রেম-নামক সীতাকে' 'শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা' নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ যে লোকরঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আত্মত্যাগকে স্বাভাবিক ভাবতে পারেননি,তা তাঁর সমালোচনা প্রকৃতির মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে । সেখানে ত্রুটিবিচ্যুতি সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সমাজরক্ষার বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থে প্রজানুরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রের অবতারণার কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তাঁর 'আত্মশক্তি'র 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন 'রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নতুন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিত্রগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।' সেক্ষেত্রে রামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জক মহিমা বিস্তার লাভ করলেও তা যে তাঁর মহৎ চরিত্রের পক্ষে আরোপিত সে বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন । মেনে নেওয়া ও মনে না নেওয়ার পার্থক্য বিষয়ে তাঁর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট । 'পরিচয়'-এর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'য় রবীন্দ্রনাথ সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রামচন্দ্রকে রাজার আদর্শ রোল মডেল করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর চারিত্রিক মাহাত্ম্যে নারীর প্রতি রক্ষণশীলতা ও শূদ্রের প্রতি বর্ণবিদ্বেষ তথা বর্ণবৈষম্যকে সমাজের স্বার্থে স্বাভাবিকতা লাভ করলেও তা রবীন্দ্রনাথের মননে আরোপিত মনে হয়েছে । তাঁর কথায়'ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে । পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে ; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনী সৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার-রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল।'

স্বাভাবিক ভাবেই তাতে যে নারীদের প্রতি রক্ষণশীলতাজনিত অন্যায়-অবিচার থেকে শূদ্রদের প্রতি অমানবিক বর্ণবৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেও তা নিবিড় ভাবে উঠে এসেছে । সেদিক থেকে নিজেদের সুবিধামতো রবীন্দ্রনাথের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাভক্তিকে ব্যবহার করে তাঁর মূল্যায়নকে যথাযথ ভাবে তুলে না ধরায় তাঁকে অশ্রদ্ধার শিকার করার আয়োজন চলে। শুধু তাই নয়,তাতে রবীন্দ্রনাথকে রামভক্ত করে তোলার প্রবণতায় ভ্রান্তি-বিভ্রান্তির অবকাশ আরও বিস্তার লাভ করে,ঘনীভূত হয় । যে রবীন্দ্রনাথ 'সত্য রে লও সহজে'র পক্ষপাতী,সেই তাঁকেই নির্বিচারে ব্যবহারে অসত্যের সহজ শিকার করে তোলার প্রবণতা আসলে সত্যের অপলাপ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রকে অনেক কাল থেকে অসংখ্য মানুষের গুণে গুণান্বিত মূর্তিতে দেখেছেন। তার 'সাহিত্যের পথে'র 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে সেই সবগুণান্বিত রামচন্দ্রের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন তিনি। সেখানে রামচন্দ্র 'আমাদের মনের মানুষ' থেকে 'সত্যমানুষ' বলে তুলে ধরেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, 'মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়।' মনের কাছের মানুষের মনোহর মূর্তিতে রামচন্দ্রের পরিচয়কে তুলে ধরলেও তাঁকে কখনও আদর্শ প্রতিমায় মূল্যায়ন করেননি রবীন্দ্রনাথ । সেক্ষেত্রে রাম ও রামায়ণের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের ভক্তির প্রাবল্যে নয়, তাঁর যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতায় দেখা সমীচীন । রামরাজত্বের সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে সমাজের হিতে বিপরীত ছবিও উঁকি দেয় । সেখানে রক্ষণশীল সমাজের শাসনে ও শোষণে নারীনির্যাতন থেকে শূদ্রদের প্রতি বর্ণবিদ্বেষের ভয় জেগে আতঙ্কে পরিণত হয় । রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যায়নে বারবার সে কথাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরে আমাদের সচেতন করে তোলায় সক্রিয় হয়েছিলেন, ভাবা যায় !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

অনন্য অনীশ

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কল্প বিজ্ঞান সাহিত্যিক অদ্রীশ বর্ধন এর উত্তরসূরী হিসেবে বর্তমান বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্য যার কলমের ছোঁয়ায় প্রখরতা লাভ করেছে, বাংলার আপামর সাহিত্য প্রেমীদের যিনি উপহার দিয়েছেন বাংলার প্রথম ফিউচারিস্টিক থ্রিলার উপন্যাস 'তেইশ ঘন্টা যাট মিনিট' তিনি বাংলা সাহিত্য গগনের প্রস্ফুটিত এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সাহিত্যিক অনীশ দেব। গত ২৮ শে এপ্রিল, ২০২১ বুধবার কোভিড আক্রান্ত হয়ে কলকাতার সিটি হসপিটালে মাত্র ৬৯ বছর বয়সে জীবনাবাসান ঘটে এই নমস্য সাহিত্যিক এর স্তব্ধ হয় তার কলম। আবার যেন ভাটা পড়েছে বাংলা সাহিত্যে। হঠাৎই বাড়িতে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে সিটি হসপিটালে ভর্তি হন এই সাহিত্যিক। মারা যাওয়ার বেশ কদিন আগে থেকে ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি। ডাক্তারের পরামর্শে তার স্ত্রী (শর্মিলা দেব) ও মেয়ের (মোনালিসা দেব) তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছিল তার। বর্তমানে বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের তিনি ছিলেন শেষ মহীরুহ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লাইড ফিজিকস অর্থাৎ ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি তথা সেই বিভাগের এই ভবিষ্যৎ অধ্যাপকের মাত্র সতেরো বছর বয়স থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি সমতালে চলেছিল লেখালিখি। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে, তৎকালীন নিয়মিত প্রকাশিত 'রহস্য' নামক মাসিক পত্রিকায়। এরপর নিয়ে এসেছিলেন একের পর এক চমকপ্রদ গল্প ও উপন্যাস। সাবলীল কলমের আঁচড় এর অনবদ্যতা তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছে পাঠকের হৃদয়ে। শুধু কল্পবিজ্ঞান নয় একই সঙ্গে তার কলম থেকে বেরিয়েছে অসামান্য অলৌকিক, রহস্য এবং থ্রিলারধর্মী গল্প এবং উপন্যাস। বেশ কিছু ক্ষেত্রে তিনি নিজের সম্পাদকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিচক্ষণতা এবং উচ্চমানের গল্প মনোনয়নে তার দক্ষতা দেখিয়েছেন। তার একটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে উঠে আসে যে তিনি তার লেখা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কল্পবিজ্ঞানের সাথে বাঙালিয়ানার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন এক্ষেত্রে তিনি সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট কালো যদি চরিত্র প্রফেসর শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার সাথে তার বাঙালি প্রতিবেশী অবিনাশ বাবুর বাঙালিয়ানার এক অপূর্ব সংমিশ্রণের কথা উল্লেখ করেছেন।

এক সাক্ষাৎকারে তাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল,)আপনি তো বর্তমান কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের কান্ডারী'। তৎক্ষণাৎ তার কাছ থেকে প্রত্যুত্তর' এসেছিল, 'আমি মোটেই নিজেকে কান্ডারী বলে মনে করি না। সেই যোগ্যতা আমার নেই। এক্ষেত্রে আমার পাঠকেরা যদি আমাকে সেই বিশেষণে ভূষিত করেন তবে সে ক্ষেত্রেই তাদের চোখে আমি কান্ডারী এবং আমার লেখনীর স্বার্থকতা তখনই।' সেই সাক্ষাৎকারে ওনার লেখা সবচেয়ে প্রিয় গল্প এবং উপন্যাসগুলি কোনটি তাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি জানিয়েছিলেন যে তার পছন্দের তালিকার প্রথম উপন্যাস টি হল 'তেইশ ঘন্টা যাট মিনিট' যেটা ধারাবাহিক ভাবে সম্পূর্ণ করতে লেগেছিল তার দশটি বছর।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কীয় মত অনুসারে প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন অনীশ দেব এর মনের মনিকোঠায় বাংলা কল্পবিজ্ঞানের শেক্সপিয়ার হিসেবে অধিষ্ঠিত। এ বিষয়ে অনীশ দেব উল্লেখ করেছিলেন, কেবল প্লটের দিক থেকেই নয়,মিত্র বাবুর ঈশ্বর প্রদত্ত লেখনীর মুন্সিয়ানা ইংরেজি সাহিত্যের শেক্সপিয়ারের থেকে কিছু কম নয়।

পরবর্তী একটি সাক্ষাৎকারে ওনার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কিভাবে কল্পবিজ্ঞানের লেখক হওয়া যায়? এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্ত মন্তব্য 'একজন দর্শনমূলক গল্পে দর্শনের ব্যাখ্যাটা যেমন সঠিক হওয়া প্রয়োজন তেমনি কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়টা যেন যথাযথ হয়। তাতে যেন কোন টেকনিক্যাল এরর না থাকে। আইজ্যাক আসিমভের কথায়, you can never write a good science fiction with bad science.

কল্পবিজ্ঞান গল্প, উপন্যাস লিখতে গেলে যে বিজ্ঞানের ছাত্র হতে হবে তেমনটা নয়। বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও বিবিধ পত্র-পত্রিকা ও পপুলার সায়েন্স বুক থেকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান আরোহন ও কিছু বিজ্ঞান পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলাপ-আলোচনা সাহায্য ভালো কল্পবিজ্ঞান গল্প দাঁড় করানো যায়।'

গল্প ও উপন্যাস এর পাশাপাশি কবিতা লেখার প্রতিও তার আকৃষ্টতার প্রাবল্য পাঠকের নজর কেড়েছে বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিজস্ব কবিতায়। সেগুলির মধ্যে 'দেশ' পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাপানী কবিতায় একটি বিশেষ আদলের কথা শোনা যায়, যেটার নাম 'হাইকু' (haiku)। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে অনীশবাবুও যে সেই আদলের পথাবলম্বী ছিলেন সেই নিদর্শন পাঠকগণের কাছে তার কবিতাগুলোতে স্পষ্টত প্রত্যক্ষিত। এছাড়াও পাঠকেরা তার লেখা পড়লেই দেখতে পাবেন যে নিজের লেখা বহু গল্প-উপন্যাসে তিনি ব্যবহার করেছেন তার নিজস্ব কবিতা।

একজন অসামান্য লেখনী সত্তার অধিকারী হওয়ার সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন সুবক্তাও। বহু বিজ্ঞান মঞ্চে বিজ্ঞানের বিবিধ ধারার ব্যাখ্যামূলক তার সুচারু বক্তব্য বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যুগিয়েছে প্রেরণা। সেখানে কল্পবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন, 'অনেকেই সাইন্স ফিকশন পড়েনি বলে তারা মনে করে যে কল্প বিজ্ঞান হল এমন একটি বস্তু যেটাকে অন্য বাড়ির তাকে রেখে এসে তালা বন্ধ করে দিতে হয় । সে বিষয়টা একেবারেই নয়। কল্পবিজ্ঞান হয়তো মানুষের কাছে তুলে ধরছে মহাকাশ অথবা রোবট এর বিবরণ কিন্তু সেই বিবরণের মধ্যে দিয়ে তারা এমন কিছু তথ্য পাঠক সম্মুখে হাজির করছে যার ব্যাখ্যা দিতে সাধারণ গ্রন্থ অপারগ।

বাঙালি পাঠকগণকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে, বিশেষত তাদের কল্পবিজ্ঞান গল্পের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাতে এক সময় সাময়িকভাবে তাকে হাওড়া এবং ট্রেনগুলোতে ডিসকাউন্টে কল্পবিজ্ঞানের বই বিক্রি করতেও দেখা গিয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন ভাস্কর রাহা ও সুজিত ধর নামক দুজন প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক। 'পত্রভারতী'তে নিয়মিত লেখালেখির সূত্রে পত্রভারতীর কর্ণধার ও সম্পাদকও ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় অনীশ দেব এর সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কিত ভূয়সী প্রশংসায় উঠে এসেছিল, 'একজন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক হওয়ার দরুন তিনি তাঁর গল্পের প্লট তৈরীর খাতিরে কখনোই অযৌক্তিকতাকে আপোশ করেননি। আর এখানেই অনীশ দেব অন্যান্য রহস্য এবং অলৌকিক ঘরানার লেখকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।' তার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করে সাহিত্যিক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন, অনীশদার অনেকগুলি চারিত্রিক দিক আছে। লেখক অনীশদা, অধ্যাপক অনীশদা, পাঠক অনিশদা এবং কবি অনীশদা। ওনার উল্লেযোগ্য গুণগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গুনটি হল বিজ্ঞানের একটি বড় সূত্র কে অথবা বড় থিওরি কে সুন্দর ও সাবলীলভাবে সহজ সরল ভাষায় গল্পে প্রয়োগ করা।

তার প্রয়াণে দুঃখ প্রকাশ করে সাহিত্যিক যশোধারা রায় চৌধুরী বলেছেন, বাংলায় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের প্রচার খুব একটা বেশি হচ্ছে না বলে। আক্ষেপ করেছিলেন যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা কেবলমাত্র ভৌতিক, অলৌকিক, কৌতুক ও সামাজিক গল্পই গ্রহণ করছে। যে কারণে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের গুরুত্ব ক্রমশ কমে আসছে পাঠকদের কাছে। অথচ পাঠকরা বুঝতেই পারছে না যে তারা কত মজার জিনিস কত জানার বিষয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

২০১৯ সালের,২৬ মে কলকাতার নিউটাউনের নজরুল তীর্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। এর আগেও তার সাহিত্য সাধনার প্রাপ্তি হিসেবে কলা কেন্দ্র এবং জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পুরস্কার এর মত সম্মান পাঠক মহলে এনেছিল উন্মাদনার জোয়ার।

সম্প্রতি কল্পবিশ্ব প্রকাশনীর এবং পত্রিকার সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। রেডিও মিরচি, নাইনটি এইট পয়েন্ট থ্রি দ্বারা সম্প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'সানডে সাসপেন্স'এ তাঁর কয়েকটি গল্প বেতার রূপ পায় । সেগুলি হল 'পাশবিক', 'জলের মতো কঠিন')আমি একা তুমি একা', 'পুরনো দিনের মাছি', 'সংঘর্ষ যদি হয়' এবং 'হারিয়ে যাওয়া'।

অদ্রীশ বর্ধন এর পর এই মহীরুহ সাহিত্যিকের জীবনাবসান বাংলা সাহিত্যকে এনে যেন দাঁড় করিয়েছে এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখে।

আপাতদৃষ্টিতে এই মহান নক্ষত্রের পতন ঘটলেও বাংলা সাহিত্য তথা মানবমনের আকাশে এই নক্ষত্রের দীপ্তি চিরন্তন প্রজ্বলিত থাকবে তাঁর সাহিত্যকীর্তির মাধ্যমে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জন্মদিন

আজকের দিন

রোহিত শর্মা

১৮৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব দাদাসাহেব ফালকের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট সাংবাদিক রজত শর্মার জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রোহিত শর্মার জন্মদিন।*

FORM G (RE-ISSUE)
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
SPASHT MARKETING PRIVATE LIMITED OPERATING IN CONSULTANCY SERVICES AT KOLKATA
(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

SL.	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No.	M/S SPASHT MARKETING PRIVATE LIMITED PAN: AAFCS2950K CIN: U51909WB2001PTC092951
2.	Address of the registered office	The Millennium 235/2A, AJC Bose Road, 3rd Floor, Kolkata, West Bengal, India-700020
3.	URL of website	Not applicable.
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Not applicable.
5.	Installed capacity of main products/ services	The Company is involved in Consultancy Services
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	F.Y: 2022-23 Total Income: NIL Operating Revenue: NIL
7.	Number of employees/ workmen	NIL
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	Email for correspondence: spashtmarketingcirp0124@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	Email for correspondence: spashtmarketingcirp0124@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	14th May, 2024
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	24th May, 2024
12.	Last date for submission of objections to provisional list	29th May, 2024
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	08th June, 2024
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	13th June, 2024
15.	Last date for submission of resolution plans	13th July, 2024
16.	Process email id to submit Expression of Interest	spashtmarketingcirp0124@gmail.com

Sd/
Anal Basu,
Resolution Professional
IBBI Registration no.: IBBI/IPA-001/IP-P-02436/2021-2022/13742
27, Haladhar Bardhan Lane, Kolkata-700012
For Spasht Marketing Private Limited

Date : 30.04.2024
Place : Kolkata

বিলের বেআইনি ভরাট বন্ধের দাবিতে মালদায় মমতার কাছেই পরিবেশবিদরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নির্বাচন নিয়ে প্রশাসন ব্যস্ত থাকায় রাতের অন্ধকারে সার্চলাইট ব্যবহার করেই চাতরা বিলে পিলার দিয়ে প্লট তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ইংরেজবাজার পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের চাতরা বিল নিয়ে একাধিকবার প্রশাসন অভিযান চালালেও জমির মাফিয়ারা। লোকসভা নির্বাচনে যাতে এই চাতরা বিল ইস্যু না হয়, তার কারণেই সাধারণ মানুষের নজর এড়িয়েই রাতেই ভরাটের পাশাপাশি পিলার পুঁতে প্লট তেরির কাজ করা হচ্ছে।

যদিও এই চাতরা বিলের বেআইনি ভরাট বন্ধ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কোনও ভূমিকা গ্রহণ করছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। সবমিলিয়ে এবারে মালদায় থাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই জেলার পরিবেশবিদের দেখা করে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের চাতরা বিল ভরাটের বিষয়ে অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চাতরা বিলে বেআইনি ভরাটের বিষয়ে ইংরেজবাজার পুরসভায় বিভিন্ন মহল থেকে জানানো হলেও প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ইংরেজবাজার পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড এবং কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের একটা বড় অংশ নিয়েই রয়েছে চাতরা বিলটি। যার মধ্যে সবথেকে বড় অংশ রয়েছে ২৪ এবং ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে। ইতিমধ্যে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপাড়া এলাকায় চাতরা বিলের ব্যাপক ভাবে বেআইনি ভরাট চলছে। লোকসভা ভোটের মুখে যাতে তড়িঘড়ি বেআইনি ভরাট করা যায় তার জন্য জমি মাফিয়াদের নজর রয়েছে এই চাতরা বিলে। জলাজমির শ্রেণি বদলের চেষ্টা এবং রাতারাতি দলিল তৈরি করে বিক্রি করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে চাতরা বিলের বিস্তীর্ণ জায়গা। আর যাঁরা জায়গা কিনছেন, তাঁদের সঙ্গে আবার জমি মাফিয়াদের চুক্তি থাকছে ভরাটেরও। আর তারপরে রাতের অন্ধকারে পিলার বসিয়ে তৈরি হয়ে যাচ্ছে প্লটের সীমানা। যদিও এব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছে ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

এমনকি ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাকলি কর্মকারও এপ্রসঙ্গে কোনও রকম মন্তব্য করেননি। যদিও এই চাতরা বিল এখন লোকসভা ভোটের ইস্যু হয়ে উঠেছে কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মালদা শহরবাসীর কাছে। আর কয়েক মাস পরেই বর্ষার মরশুম। সামান্য বৃষ্টিতেই ডুবে যাচ্ছে মালদা শহরের বিচ্ছিন্ন ওয়ার্ড। তখন নড়েচড়ে বসছে সংশ্লিষ্ট পুরসভা। কিন্তু তারপর যে কার সেই। এই চাতরা বিলকে জমি হাঙরদের হাত থেকে বাঁচাতে এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হতে চলেছেন মালদার পরিবেশবিদরা।

মালদা পরিবেশ বাঁচাও সমিতির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, 'চাতরা বিল এখন জমি মাফিয়াদের বেআইনি ভাবে ভরাট এবং মোটা টাকা কামাইয়ের জায়গা হয়ে গিয়েছে। চাতরা বিল ভরাটের কারণে শহরবাসী দুর্ভোগে পড়ছেন। বেআইনি ভরাটের কারণে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের চাতরা বিলের এখন ভয়ানক অবস্থা। ভোট নিয়ে ব্যস্ত প্রশাসন। আর তার ফাঁকে চাতরা বিলে এখন ভরাটের পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে প্লট তৈরি করা হচ্ছে। এব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানাব।'

ইংরেজবাজার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক রাজশ্রী মান্না জানিয়েছেন, 'বেআইনি ভরাটের অভিযোগ পেলেই সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অভিযান চালিয়ে ধরপাকড় করা হচ্ছে। এব্যাপারে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

আরামবাগে রাস্তায় গান্ধিজির ছবি আঁকায় বিতর্ক, শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে অবমাননা করার অভিযোগ উঠল। রাস্তার মাঝে গান্ধিজির ছবি এঁকে অবমাননা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। সোমবার সকালে দেখা গেল, হুগলির আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে ভোট প্রচার নিয়ে রাস্তার ওপর আলপনা এঁকে সচেনতা করা হয়। আর সেখানেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ছবি আঁকা হয়। জানা গিয়েছে, আলপনা প্রতিযোগিতা রবিবার অনুষ্ঠিত হয় আরামবাগ মহকুমা শাসকের দপ্তর সংলগ্ন রাস্তায়।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সর্বস্তরের ভোটারদের ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি আলপনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত আলপনা প্রতিযোগিতায় হুগলির আরামবাগ মহকুমার ১৮ বছর বা তাঁর বেশি বয়সি নাগরিক দলগত ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই আলপনা আঁকা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। যেখানে দেখা যাচ্ছে জাতির জনক গান্ধির ছবি রাস্তায় আঁকা হয়েছে। গান্ধিজির আঁকা ছবির ওপর দিয়ে পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করছে। এই ঘটনার নিন্দার ঝড় আরামবাগ মহকুমা জুড়ে।

বিষয়টি জানতে পেরেই ছুটে আসেন আরামবাগের গণতান্ত্রিক লেখ

ক শিল্পী সংঘের সম্পাদক তথা অধ্যাপক মুক্তি প্রকাশ রায় বলেন, 'একা কাঙ্খিত নয়, আমরা এখানে এসে দেখলাম গান্ধিজির ছবি রাস্তায় আঁকা হয়েছে তারপর তার ওপর দিয়ে গাড়ি সাধারণ মানুষ ছবিটাকে পাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রশাসনের ওপর বিশ্বাস আস্থা আছে।' তারা এসেই ছবিটিকে ইট দিয়ে ঘিরে দেয়। যাতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন যানবাহন গান্ধিজির ছবির ওপর দিয়ে যেতে না পারে।

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই মহাত্মা গান্ধির আঁকা ছবিটিকে দেখতে ছুটে আসেন আরামবাগ মহকুমা দপ্তরের আধিকারিকরা। সাংবাদিকরা ছবি করতে গেলে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়। এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কোনও উত্তর দিতে না পেরে ওখান থেকে চলে যান। বেশ কিছুক্ষণ পর মহকুমা শাসকের দপ্তরের এক কর্মী এসে রাস্তায় আঁকা মহাত্মা গান্ধির ছবিটিকে সাদা রং দিয়ে মুছে দেন। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, এইভাবে কি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ছবি রাস্তায় আঁকা যায়।? প্রশ্ন তুলেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দিলীপ কুমার সাহা বলেন, 'মহাত্মা গান্ধিকে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকলে যাঁকে জাতির জনক হিসাবে মানে। তার ছবির ওপর দিয়ে পদধূলি চলছে গাড়ি যাচ্ছে মানুষ জুতো পরে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে এই আলপনাটা হয়েছে। আমাদের লজ্জা লাগছে।' পাশাপাশি ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিএমের হুগলি জেলা মণ্ডলীর সদস্য পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মহাত্মা গান্ধিকে আমরা জাতির জনক বলি। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ প্রতীক মহাত্মা গান্ধি। তাঁর ছবি রাস্তায় আঁকা মানে সেই ছবি পা দিয়ে পাড়িয়ে যাবে, এটা তার পক্ষে অবমাননা। এই ঘটনা লজ্জার আমরা আশা করব প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন এবং এই ছবি মুছে দেবে।' শেষ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধির ছবিটি মুছে ফেলা হয়।

ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইউকো ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্টদের লকার ভাড়াকারীদের সেফ ডিপোজিট ভল্টস (লকার) ভাড়া দেয়। লকারভাড়াকারীগণ ভাড়া প্রদান না করায় ভাড়া বকেয়া রয়েছে। ব্যাঙ্কের পক্ষে তিন দফায় সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীদের উদ্দেশ্যে বকেয়া ভাড়া প্রদান করার নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু ভাড়া প্রদান করা হয়নি।

ক্রম নং	শাখার নাম	লকার নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	বকেয়া পরিমাণ
১	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA002	শ্রী স্বপন কুমার সাহা এবং শ্রীমতি শর্মিলা সাহা	৯০০০ টাকা ২৬.১০.২০২২ অনুযায়ী
২	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA0074	শ্রী রাজেশ ঘোষ	১৫,০০০ টাকা ২৬.১০.২০২২ অনুযায়ী
৩	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA0107	শ্রী নিতাই চন্দ্র কর্মকার	১৩,০০০ টাকা ২৬.১০.২০২২ অনুযায়ী
৪	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA0126	শ্রীমতি রুমা মন্ডল	১৪,০০০ টাকা ২৬.১০.২০২২ অনুযায়ী
৫	কালীঘাট (০৫৮৪)	AA1622	শ্রী যীশু দেব মন্ডল	৪০,০০০ টাকা ২৬.১২.২০২২ অনুযায়ী
৬	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	FA116	শ্রী শিবনাথ সিং	১৯,৪৫৫ টাকা ১০.০৬.২০২২ অনুযায়ী
৭	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	CA010	শ্রীমতি সীতা সেইকা	১৯,১৪৭ টাকা ০৪.০৩.২০২৪ অনুযায়ী
৮	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	DA131	শ্রী রত্ন চন্দ	১৯,৮৭৫ টাকা ০৪.০৩.২০২৪ অনুযায়ী
৯	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	BA006	শ্রী বরুণ বক্সি	৮,১৮০ টাকা ০৪.০৩.২০২৪ অনুযায়ী
১০	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	CF014	শ্রীমতি পূর্ণিমা শেঠ	৩২,০৭৬ টাকা ০৪.০৩.২০২৪ অনুযায়ী
১১	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	BA055	শ্রীমতি জয়শ্রী মিত্র	১৭,২৮২ টাকা ১৬.০২.২০২৪ অনুযায়ী
১২	বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড (০৮৩৭)	EA056	শ্রীমতি ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য	১৩,২০২ টাকা ১৩.০২.২০২৪ অনুযায়ী
১৩	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	IB394	শ্রী উপমিন্দরপাল সিং ওবেরায়	৫৫,৫৬৪ টাকা ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী
১৪	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	JB453	শ্রী হরিছাগৌরী এইচ ছনছনি	৪২,১২৩ টাকা ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী
১৫	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	JB485	শ্রী মাধোপ্রসাদ চন্দক	৬০,২৫০ টাকা ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী
১৬	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	KA535	শ্রীমতি সারদা রূপারেল্লা	২৩,৯১১ টাকা ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী
১৭	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	LA568	শ্রীমতি জয়া রায়	২৪,৫৭৭ টাকা ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী
১৮	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	MA654	মহম্মদ আবদুস সামাদ	৩৩,৮৫৭ টাকা ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী
১৯	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	NB720	শ্রী জগৎপাল বি সিং	৫৪,২০২ টাকা ০২.০১.২০২৩ অনুযায়ী
২০	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	NB763	শ্রীমতি রুক্মিনী দেবী নারনাওলি	৫৩,১৯৯ টাকা ০২.০১.২০২৩ অনুযায়ী
২১	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	QB860	শ্রী সত্য পাল মালহোত্রা	৫১,৫০১ টাকা ০২.০১.২০২৩ অনুযায়ী
২২	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	QB882	শ্রীমতি নমিতা চ্যাটার্জি	৫৩,৫৭৪ টাকা ০২.০১.২০২৩ অনুযায়ী
২৩	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	RD919	শ্রীমতি ঊষা গরসিয়া	১,০৯,৯৫৯ টাকা ০২.০১.২০২৩ অনুযায়ী
২৪	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	VA022	শ্রী মণীশ কুমার গুপ্তা	৩৭,৫৮১ টাকা ০২.০১.২০২৩ অনুযায়ী
২৫	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	WA051	শ্রী দলজিৎ সিং	৩৭,৭৩০ টাকা ০২.০১.২০২৩ অনুযায়ী
২৬	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	JB468	শ্রী কে পি কেজরিওয়াল	৬৫,৪৯৯ টাকা ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী
২৭	এল.এল.আর. সরণি ব্রাঞ্চ (০২৮৬)	AF014	শ্রীমতি কমলেশ আগরওয়ালা	১,৪৯,২৪৩ টাকা ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী

লকারভাড়াকীরদের অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত লকারগুলির বকেয়া ভাড়া ১৪ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কে আদায় না দিলে সংশ্লিষ্ট লকারভাড়াকারীদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি ও দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট বকেয়া এবং প্রক্রিয়াগ্রহণের জন্য ব্যয় আদায়ের নিমিত্ত লকারগুলি ভেঙে খোলা হবে এবং সংশ্লিষ্ট লকারের মধ্যে থাকা পরিমাণ এবং/বা দ্রব্য সমুদয় সাধারণ বা ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি করা হবে এবং ব্যাঙ্কের বকোয়া আদায়ের পর তা ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখা হবে। কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়ার পরও ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় পরিশোধ না হলে তা প্রদানের ক্ষেত্রে লকারভাড়াকারীগণ দায়ী থাকবেন।

তারিখ : ৩০.০৪.২০২৪, স্থান : কলকাতা — ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা

ফের বিস্ফোরণ, এবার কাঁপল বেলডাঙার ঝুনকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলডাঙা: নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে মুর্শিদাবাদ। প্রতিদিন কাঁপছে কোনও না কোনও এলাকা। রবিবার রেজিনগরের নাজিরপুর। সোমবার সকালে বেলডাঙা থানার ঝুনকা মাঝপাড়া। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাশাপাশি দুই বিধানসভায় বিস্ফোরণের ঘটনায় উত্তোরত্তর চাঞ্চল্য আর আতঙ্ক বাড়ছে। নির্বাচনের আগে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন এলাকার মানুষ। এদিন বেলডাঙা থানার ঝুনকা মাঝপাড়া এলাকায় সকাল আটটা নাগাদ বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এলাকা। অনুমান, মজুত করে রাখা বোমা অতরিক্ত গরমে ফেটেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব বলেন, 'মজুত বোমা অতিরিক্ত গরমে ফেটেছে। কারা জড়িত খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নির্বাচন আসতেই রেজিনগর বেলডাঙা নিজের চেহারা নিতে শুরু করেছে। দিন কয়েক আগে নাজিরপুর বিকলনগর এলাকায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। জখম হয় বেশ কয়েকজন। এরপর ভরতপুরের সরডাঙা বিন্দারপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে দুই মহিলা সহ দশজন জখম হন। রবিবার রেজিনগরের নাজিরপুরে আর্বজনার স্তূপ থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে এলাকা। তদন্তে নেমে পুলিশ চব্বিশটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বিস্ফোরণের তীব্রতায় কেঁপে উঠল রেজিনগরের পাশের বিধানসভা বেলডাঙার ঝুনকা। সকাল আটটা নাগাদ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে ঝুনকা। বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে গিয়েছে একটি বাড়ির রান্না ঘরের টালির চাল। সেই সময় গৃহকর্ত্রী আইসডিএস কেন্দ্রে গিয়েছিলেন।

গৃহকর্ত্রী মর্জিনা বিবি বলেন, 'বাড়িতে থাকলে আমি জখম হতাম। কে বা কারা বোমাগুলি রেখে গিয়েছিল পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক।' গ্রামবাসীদের দাবি, 'গ্রামের কোথায় কোথায় বোমা মজুত করে রাখা হয়েছে আমরা জানি না। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। বারুদের স্তূপে আতঙ্কে বাঁচতে হচ্ছে।'

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond banking
Bardhaman Zonal Office, Estate Department
446/N, Armstrong Avenue, Sector-2A, Bidhan Nagar-713212
Contact No. - 9967646768, email- Bardhaman.Estate@bankofindia.co.in

ভাড়া/লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিসের জন্য সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে **১০০০ থেকে ১৩০০ বর্গ ফুট (আনুমানিক)** একতলায় **গ্রাম এবং পোস্ট - ইন্দপুর বাংলা, থানা - ইন্দপুর, জেলা - বাঁকুড়া**-র জন্য আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.co.in** 'টেন্ডার' অধীনে বা আমাদের জোনাল অফিস ঠিকানায় দেখুন।
দুই ডাক ব্যবস্থায় সিলকরা খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **১০.০৫.২০২৪ বিকেল ৪টা** পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬,
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ ''যেখানে যা আছে'', ''যেখানে যা কিছু আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে আগামী **১৪.০৫.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১৪.০৫.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৩.০৫.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১৪.০৫.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৩.০৫.২০২৪	মোট বকেয়া ২২.০৩.২০২৪ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি** **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** ''কমলা ভিলা'' নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খতিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা - নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন**। **যোগাযোগের ব্যক্তি- খুসবু আগরওয়াল - ৯৭৩৯৫ ১৭১০৪**	১. ১৯,৯৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯৯,৩০০.০০ টাকা	১৮,৩৯,০২৩.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতা-মোল্লা মেডিকেল হল** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা ও গ্রাম শক্তিগড় এ অবস্থিত **মিসেস সালিমা মোল্লার নামে**, জেএল নং. নং ১৫৫,বার্সুল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- শক্তিগড়, থানা-বর্ধমান, জেলা বর্ধমান (পূর্ব) পিন-৭১৩১৪৯ পরিমাপ ১০৩৭ বর্গফুট এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৬'' প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- বিজয় দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যের জমি, দক্ষিণ- মিনা দাশগুপ্তের জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১২,৬৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৬,৪০০.০০ টাকা	১৪,৭২,৮৭৮.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত আটাত্তর টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতা- সাহেব আলি** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - প্রায় ৪.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ১১৪৩ বর্গফুট বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই-৬৬/২০১২ তারিখ- ০৩/০১/২০১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৪৫, এল আর প্লট নং ৭৩৩, রামপুরহাট, মৌজা - বগতুই পূর্ব, কবরস্থান -এর কাছে, জেএল নং ১০৯, রামপুরহাট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- নূর আলমের সম্পত্তি, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি : কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৪,১০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪১,০০০.০০ টাকা	১৭,১৪,৩০৩.০০ টাকা (সতের লক্ষ চোদ্দো হাজার তিনশত তিন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বসু** **শাখা: কাঁকসা** **সম্পত্তি:** কাঁকসা ৩ নং কলোনি, কাঁকসা, এলআর- প্লট নং ১৩৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬৮, জেএল নং ৮৬, মৌজা - কাঁকসা, পোস্ট. - পানাগড় বাজার, থানা - কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬.৪১ ডেসিমেল মাপের একটি একতলা ভবন সহ জমি। রামকৃষ্ণ বসুর নামে আছে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- নন্দ কিশোর - ৭৯০৯০২৭৫৬০**	১. ৩৯,২১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৯২,১০০.০০ টাকা	১০,২৫,৩৫৫.০০ টাকা (দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতা-সাহানাজ টায়ারস** **শাখা- সাগরদিঘী** **সম্পত্তি-** ১. মৌজা বোখারা প্লট নং- ২৩৩২, খতিয়ান নং- ৩৫৮৯, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬-এ একটি দোতলা ভবন সহ জমি	১. ১১,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৫০০.০০ টাকা	২৭,২৮,৭৩৯.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ আঠাশ হাজার সাতশত উনচল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
	২. মৌজা বোখারায় জমির প্লট, প্লট নম্বর ২২৯৭, খতিয়ান নং- ৩৩৮৪, পোস্ট- বোখারা থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬ **যোগাযোগ ব্যক্তি: রাজীব কুমার: ৮২৯২৬৬২২৬১**	১. ৪,২০,০০০.০০ টাকা ২. ৪২,০০০.০০ টাকা		
৬.	**ঋণগ্রহীতা-সর্বরহা হার্ডওয়্যার** **শাখা-পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি** - জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২৯, এলআর প্লট নং ১৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮০ও ১৪৮১ বন্দুলের অধীনে, মৌজা-করোরি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২২৪এ অবস্থিত **শ্রী সব্যসাচী রক্ষিতের মালিকানাধীন**। পরিমাপ ০.০৬ একর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০'' প্রশস্ত পিডব্লিউডি রোড, পূর্ব- নিখিল চন্দ্রের শেড এবং জমি, পশ্চিম- হীরালাল কৌরের জমি, দক্ষিণ- দেবদাস চন্দ্রের শেড এবং জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২২,১০,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,০০০.০০ টাকা	৩১,১০,২৪৪.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ দশ হাজার দুইশত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জয়ন্তী ভাদুড়ী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তির বিবরণ :** জয়ন্তী ভাদুড়ির মালিকানায় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং-৯৯ এলআর খতিয়ান নং-২০২৬৮, ২০২৬৯ ও ২০৩৭০, আরএস প্লট নং-৮১৭,এলআর প্লট নং- ২৫৩৬ এলাকা ১.৩০ শতক, ওয়ার্ড নং- ৮ বোলপুর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং- ১৮/১২/জিএ/১, এডিএসআর অফিস বোলপুর মৌজা-বোলপুর, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- বাড়ি, দক্ষিণ- ৩ ফুট গলি প্যাসেজ, পূর্ব -আঁচা তুরি, পশ্চিম- বাড়ি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী উদয় কুমার পান্ডে- ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ৩,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ৩২,৬০০.০০ টাকা	২,০৯,৪৫২.০০ টাকা (দুই লক্ষ নয় হাজার চারশত বাহান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুজন সমাদ্দার** **শাখা-বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি** - চতুর্থ তলায় নং বি-৩ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের, পরিমাপ প্রায় ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ২ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং মৌজা- নয়াবাদ, পরগনা খাসপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, দাগ নং- ১৯৪,১৯৬,১৯৭ এবং ২০৫, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-২৯২১, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর কলকাতা- ৭০০০৯৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়, ওয়ার্ড নং ১০৯- এ অবস্থিত। সুজন সমাদ্দারের নামে, **জমির সীমানা-** উত্তর- প্লট নং ৪০, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব রোড, পশ্চিম- রোড, **ফ্ল্যাটের সীমানা-** উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- শ্রী অঞ্জন এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং-এ৩), পশ্চিম- খোলা আকাশ। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৭,২২,০০০.০০ টাকা ২. ১,৭২,২০০.০০ টাকা	২২,৮৯,৭৬৪.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ উননব্বই হাজার সাতশত চৌষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **১৩.০৫.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।
এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ২৯.০৪.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

SBI **এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)**
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১. ২.	**শ্রীমতী পাপিয়া ভৌমিক** পিতা প্রদীপ ভৌমিক ওয়ার্ড নং - ৩৪ ডাঃ ব্রাম্বেদকর বিদ্যাভবনের কাছে, আরালিয়া, শিব মন্দির পাড়া, আনানানগর, ত্রিপুরা- ৭৯৯০০৪ **শ্রী হর্ষ সিং** পিতা অরুণকুমার সিং প্রেম রাজপুর, জৌনপুর উত্তরপ্রদেশ - ২২২১৩১ **উভয়ের ঠিকানা** - ই-৩৮, রবীন্দ্রপল্লী ব্রহ্মপুর গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৯৬ এবং সোনার গাঁও, অরো ভিলে নং ৪৩, গ্রাম-বিবিরহাট মোড়, বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মোড়, বিষ্ণুপুর - II দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পব পিন - ৭৪৩৩৭৪ **শাখা - খড়িবেরিয়া**	তপশিল 'সি' **অংশ -১ :** দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত **অংশ -২ :** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৬১৩ -২০২৩ পৃষ্ঠা ৯৬০৭১ থেকে ৯৬১০৯, দলিল নং ১৬১৩০৪৫২৬ -২০২৩ , অ্যাডিশনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর, বিষ্ণুপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি পাপিয়া ভৌমিক এবং শ্রী হর্ষ সিং** **তপশিল ''এ'' উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি এরিয়া ২১ কাঠা ৩ ছটাক ১৬ বর্গফুট, আরএস খতিয়ান নং ৬৩, এলআর খতিয়ান নং ১১৫৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৯, থানা : বিষ্ণুপুর, বাখড়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্র অধীন, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস আলিপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস এডিএসআর বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** মালিকের ক্রয় করা জমি, **দক্ষিণে :** মালিকের ক্রয়করা জমি, **পূর্বে :** অংশত দাগ নং ৭০৯ অধীন জমি, **পশ্চিমে :** মালিকের ক্রয় করা জমি। **তপশিল ''বি'' উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এরিয়া ৩ কাঠা সমান সমান ৪.৯৫ ডেসিমেল সমান সমান ২১৬০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত একটি জি-১ তলা পাকা ভবন, বাগান বাংলোর উদ্দেশ্যে, পরিছিত ''অরো ভিল নং ৪৩'', ঢাকা এরিয়া কমবেশি ১৩৯৭ বর্গফুট (একতলায় ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৬৬৬ বর্গফুট, ১ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ বারান্দা এবং দ্বিতীয় তলে ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৭৩১ বর্গফুট, ২ বেড রুম, ২ টয়লেট, ২ ব্যালকনি, উভয় তলাই টাইলস দিয়ে তৈরি) সিঁড়ি, সিঁড়ির ঘর মার্বেল তৈরি মেঝে, প্রকল্প নাম ''সোনার গাঁও'' অবস্থিত মৌজা : ঝিকুরবেড়িয়া, জেএল নং ৯, আরএস নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৬৩, এলআর খতিয়ান নং ১১৫৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৯, থানা : বিষ্ণুপুর, বাখড়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্রে,জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস আলিপুর , সাব রেজিস্ট্রি অফিস এডিএসআর বিষ্ণুপুর অধিক্ষেত্রাধীন জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং বিদ্যুৎ সংযোগ সংশ্লিষ্ট প্লট সংলগ্ন জমি এবং বাংলো ইত্যাদি এবং সকল সুবিধা এবং প্লট স্থিত যাবতীয় নির্মাণ এবং যা মানচিত্রতে চিহ্নিত যাবতীয় ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া মেটাল রোড, **দক্ষিণে :** অরো ভিল নং ৩১, **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া মেটাল রোড, **পশ্চিমে :** অরো ভিল নং ৩৪।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৬.০৪.২০২৪ এনপিএ তারিখ ১৪.০৪.২০২৪	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৪০৬৮১৩০১১০৭ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪০১২২০৯৩৫৭৯ ৩৬,৬৪,৬২৫ টাকা (ছত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার ছশো পঁচিশ টাকা) ১৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ৩০.০৪.২০২৪
স্থান - বেহালা, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রধানমন্ত্রীর সভার অনুমতি পেল না বিজেপি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেকের উপস্থিতিতে হাইভোল্টেজ প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: এপ্রিল-মে মাসে বর্ধমানের দুই কেন্দ্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের হেভিওয়েটেরা আসছেন। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় দফার নির্বাচন শেষ হয়েছে। আসছে তৃতীয় দফা নির্বাচন, তারপরেই চতুর্থ দফার নির্বাচন আগামী ১৩ মে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে ৬ মে পর্যন্ত বর্ধমান পূর্ব ও বর্ধমান-দুর্গাপুর এই দু'টি আসনে নির্বাচনের জন্য প্রচারে আসছেন কেন্দ্র এবং রাজ্যের হেভিওয়েটেরা। যার জেরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে পুলিশ এবং প্রশাসনের তৎপরতা।

পুলিশ ও প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ৩০ এপ্রিল মেমারি থানার রসুলপুর বিষ্ণুপুর যুব সংঘ পাঠাগার ময়দানে জনসভা করতে আসছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মে মাসের ২ তারিখ বর্ধমান শহরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ইনডোর মিটিংয়ে মিলিত হবেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। ওইদিনই অর্থাৎ ২ মে মেমারির গন্তার ফুটবল মাঠে জনসভা করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়। পরের দিন অর্থাৎ ৩ মে নাদনঘাট থানার সমুদ্রগড় হাই স্কুল মাঠে জনসভায় যোগ দেবেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। ওইদিনই মাধবডিহি থানার মনসাডাঙা ফুটবল মাঠে একটি জনসভায় উপস্থিত হবেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর জোড়া সভার দিনেই জেলায় খোদ বর্ধমান শহরের গোদা বালির মাঠে জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য অনুমতি পায়নি বিজেপি।

একদিন বাদ দিয়েই ফের ৫ মে বর্ধমান শহরে রোড শো করবেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। পরের দিন অর্থাৎ ৬ মে শক্তিগড় থানার রাইপুর কাশিয়ারায় ফের মমতা বন্দোপাধ্যায় জনসভায় মিলিত হবেন দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে। ওইদিনই অর্থাৎ ৬ তারিখ মঙ্গলকোটের লালডাঙা ফুটবল মাঠে জনসভা করবেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। সুতরাং চলতি মাসের ৩০ তারিখ থেকে আগামী মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার ভোট ঘিরে চলবে রীতিমতো হাই ভোল্টেজ প্রচার অভিযান।

বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী মেদিনীপুরের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে এই কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড় কীর্তি আজাদ। অন্যদিকে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্র থেকে এবার বিজেপির হয়ে লড়াই করছেন কবিয়াল অসীম সরকার। তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাক্তার শর্মিলা সরকার। এই দুই কেন্দ্রের প্রচারের জন্যই আগামী ৩০ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যেই প্রতিদিনই লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় জোরকদমে চলছে দুই প্রার্থীর। প্রচার অভিযানে কেউ কাউকেই এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নয়। রাজনীতির আবহাওয়া এখন রীতিমতো প্রকৃতির গরমের থেকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখন এটাই দেখার বিষয় দিল্লির মসনদে যাচ্ছেন কারা কারা।

প্রধানমন্ত্রীর জনসভার অনুমতি না মেলায় ক্ষোভপ্রকাশ দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমানে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার জন্য বর্ধমানের গোদা মাঠে অনুমতি না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

জানা গিয়েছে, আগামী ৩ মে বর্ধমানের গোদা হেলথসিটি মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা করার কথা ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়ায় সোমবার বিকেলে মাঠ পরিদর্শনে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'নির্বাচনী জনসভার জন্য গোদা হেলথসিটি মাঠের অনুমতি কেন দিল না বিডিও। যে মাঠে মুখ্যমন্ত্রী জনসভা করতে পারেন, সেই মাঠে প্রধানমন্ত্রী কেন পারবেন না।'

বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ১৩ মে ভোটগ্রহণের আগে পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক জনসভা করতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী। আগামী ৩ মে শহর বর্ধমানের গোদা মাঠে জনসভা করতে আসার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। অন্য দিকে পূর্ব বর্ধমানে একই দিনে দু'টি জনসভা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সোমবার মাঠ পরিদর্শন করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'শুধু লেখাই থাকে প্রশাসনিক বৈঠক। কিন্তু উনি ওই প্রশাসনিক বৈঠক থেকে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেন। ঘোমটার আড়ালে খেমটা করছেন। আমরা জানি না এটা কী ধরনের বৈঠক। কে মাথায় বসে আছে, আমরা জানি না। আমাদের বেলায় আইন দেখাবেন। আমরাও এর জবাব দেব। যেহেতু সরকারের লোক মাথার ওপর বসে আছে, তাই তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর একটা ব্যানার লাগিয়ে দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গালিগালাজ করবেন তা হয় না, আমরা আমাদের বক্তব্য রাখব।'

তিনি আরও বলেন, 'এটা কারও বাপের সম্পত্তি না। সরকারি সম্পত্তি, কাউকে লিজ দেওয়া হয়েছে। ওঁরও অধিকার নেই উনি মাথায় বসে আছেন। ওঁরা রাজনীতি করবেন আর বিজেপি করতে এলেই আইন দেখাবেন।'

মালদায় মমতার সভায় অস্বস্তিতে বিরোধী দল !

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর জোড়া সভা, রোড শো রয়েছে মালদায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, মালদার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার ফলে ঘন ঘন মালদা সফর এসে নির্বাচনী সভা করছেন দলনেত্রী।

আর নির্বাচনের মুখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালদায় একটানা কর্মসূচি এবং রোড-শোকে ঘিরেই বিরোধী দলের প্রার্থীরা চরম সমস্যায় পড়ে গিয়েছেন। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন এবং একাধিক জনমুখী প্রকল্পের বিষয়েও কোনও রকম সমালোচনা করতে পারছেন না বিরোধী দল বিজেপি। পাশাপাশি কংগ্রেসও মুখ্যমন্ত্রীর মালদায় একটানা সভাকে ঘিরে বিপাকে পড়েছে। কারণ, যে ভাবে তৃণমূল সুপ্রিমো মালদায় এসে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী সভা, মিটিং করছেন, সেদিক দিয়ে কংগ্রেসের এখনও পর্যন্ত প্রদেশ থেকে শুরু করে হাই কম্যান্ডের কোনও নেতা-নেত্রীরা মালদায় আসেননি। ফলে গনিখানের এক সময়কার কংগ্রেস গড়ও এবার অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে বলে মনে করছে মালদার রাজনৈতিক মহল।

সোমবার মালদায় তাপমাত্রা প্রায় ৪৪ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। তীব্র গরমের মধ্যেও উত্তর এবং দক্ষিণ মালদা তৃণমূলের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাহনাওয়াজ আলি রায়হান নিজেদের লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালান। যদিও নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে অসংখ্য তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরাও এদিন সামিল হয়েছিলেন। এরই মধ্যে মঙ্গলবার মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর জোড়া সভা রয়েছে। এরপরই বিকেলে হবে মুখ্যমন্ত্রীর রোড শো। মালদায় ৭ মে নির্বাচন। তার আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই জেলায় এসে দুই প্রার্থীর সমর্থনে একটানা নির্বাচনী প্রচার, দলীয় বৈঠককে ঘিরেও এখন চরম অস্তিতে বিরোধীদল বিজেপি ও কংগ্রেস।

এদিকে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মালদায় নির্বাচনী সভায় ভোট কাটাকাটির অংকের যে কথা বলেছিলেন, তা নিয়ে তৃণমূলের দলীয়স্তরে শুরু হয়েছে জোর বিশ্লেষণ। মালদার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের কোন কোন জায়গায় ভোট কাটাকাটির জেরে সুবিধা নিতে পারে বিজেপি, সেদিক দিয়েও রীতিমতো চুল ছাড়া বিশ্লেষণ শুরু করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। উন্নয়নের দিকেই জোয়ার বইছে বলেও দাবি করেছেন উত্তর ও দক্ষিণ মালদা তৃণমূল প্রার্থী যথাক্রমে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাহনাওয়াজ আলি রায়হান।

তাঁরা বলেন, 'এত গরমের মধ্যেও তৃণমূল সুপ্রিমো মানুষের মধ্যে মিলেমিশে নির্বাচনী সভায় অংশ নিচ্ছেন। প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যেও দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষেরা নির্বাচনী সভা ও প্রচারে আসছেন। রাজ্য সরকারের সুযোগ-সুবিধা যে মিলেছে, তার কথাও বলছেন। এর ফলে বিরোধীদের কাছে কোন ইস্যু নেই। মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘন ঘন সভাতেই ওদের এখন কালঘাম ছুটছে।' যদি এপ্রসঙ্গে বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, 'নির্বাচনী প্রচারে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচুর মানুষ জমায়েত হচ্ছে এবং ভালো সাড়া মিলছে। তৃণমূল যে কথাগুলো বলছে তার কোনও ভিত্তি নেই।'

তৃণমূলের মিতালি, রচনা, বিজেপির কবীবের মনোনয়ন উদ্দীপনা হুগলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রচনা, মিতালি, কবীরের মনোনয়ন ঘিরে নেতা কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনা বেশ চোখে পড়ার মতো ছিল।

এ দিন চুঁচুড়ার খাদিনা মোড় থেকে রোড শো করে রচনা মনোনয়ন জমা দিতে আসেন নতুন জেলাশাসক দপ্তরে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক সহ হুগলির সাতটি বিধানসভার বিভিন্ন স্তরের তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। জেলাশাসক মুক্তা আর্যের হাতে তিনি মনোনয়ন তুলে দেন। রচনা বলেন, 'মনোনয়ন জমা দিতে স্বামীর পাশাপাশি বহু বন্ধু-বান্ধবও এসেছেন। আমি এখন ৪ জুনের অপেক্ষায় রয়েছি।'

অপরদিকে, চুঁচুড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে পদযাত্রা সহকারে মিতালি মনোনয়ন জমা দিতে যান পুরনো জেলাশাসক দপ্তরে। সঙ্গে ছিলেন আরামবাগের নতুন-পুরনো তৃণমূল নেতৃত্বরা। মিতালি অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) অমিতেন্দু পালের হাতে মনোনয়ন তুলে দেন। মিতালি বলেন, 'মানুষ আর বিজেপির মিথ্যাচার মেনে নিচ্ছেন না। তাই আরামবাগে তৃণমূল জিতবে।' এদিকে, সোমবার উত্তরপাড়া কলেজ মোড় থেকে শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে মিছিল শুরু হয়। ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। বড় ম্যাটাডোরের ওপর কবীরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল। তিনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, 'বিজেপিই জিতবে।' চাঁপদানি পর্যন্ত মিছিল আসার পর গাড়ি নিয়ে সরাসরি হুগলি মোড়ের ভূমি দপ্তরে চলে আসেন প্রার্থী। সেখানে অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি) কুহুক ভূষণের হাতে মনোনয়ন তুলে দেন কবীর। কবীর বলেন, 'শ্রীরামপুরের মানুষ আজ ঐতিহাসিক মিছিল দেখল। সেখানকার মানুষ মোদির ওপরই ভরসা রাখবেন।'

তৃণমূল চুরি করে ফেঁসে সুপ্রিম কোর্টে কান মোলা খেয়ে আসে : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: তৃণমূল চুরি করে ফেঁসে যায়। আবার সুপ্রিম কোর্টে যায়, কান মোলা খায় আর বাড়ি চলে আসে, আমাদের আস্থা আছে কোর্টের ওপর। দেখা যাক, কোর্ট কী বলে। সোমবার বর্ধমান শহরের কালিবাজার আমতলা থেকে প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করে কালিবাজার দুর্গামন্দিরে চায়ে পে চর্চায় যোগ দিয়ে এসএসসি প্রসঙ্গে তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ।

তারপর বর্ধমান উত্তর বিধানসভার রায়ান দুই অঞ্চলে খড়িদ্যা রক্ষা কালীমন্দির দর্শন করে রায়পুর মোড় থেকে ভিটা দাসপাড়ায় রোড শো করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। রবিবার বর্ধমান শহরে নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনে আপনার হাতে লাঠি তুলে দেন দলীয় কর্মীরা, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এত চোর, ডাকাত, গুন্ডা, বদমাশ বেড়েছে তাদের তাড়ানোর দায়িত্ব তো কাউকে দিতে হবে। মানুষ ভরসা করে আমাকে লাঠি দিয়েছেন। শুধু লাঠি কেন, আমাকে গদা দিচ্ছে, কখনও আবার ত্রিশুল দিচ্ছে, আমার হাতে বোধহয় এইগুলো শোভা পায়। সেই জন্য আমাকে দেন মাঝেমধ্যে, বাকিদের হাতে তো বান্ডিল দিয়ে দেন।'

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন ভোটের দিন কি লাঠির প্রয়োজন হবে? প্রত্যুত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'ভোটের দিন হয়তো সেই সবের দরকার হবে না, বর্ধমানের মানুষ যথেষ্ট জাগ্রত তাঁরাই সব ঠিকঠাক করবেন।' পশ্চিমবাংলা থেকে মুর্শিদাবাদকে আলাদা করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তোলেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সেখানে কোন আইন-কানুন নিয়ম নীতি কিছুই নেই। বোমা বন্দুক সব ওইখানে। যত ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি সব মুর্শিদাবাদে। তৃণমূল মুর্শিদাবাদকে মুক্তাঞ্চল করে রেখেছে।'

বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যর সমর্থনে নলহাটিতে রোড শো করলেন বলিউড তারকা মিঠুন চক্রবর্তী।

প্রচারে লক্ষ্মীর ভান্ডার হাতিয়ার অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: সোমবার হাওড়ার বাকসি ফুটবল মাঠে লোকসভার নির্বাচনী জনসভায় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের প্রকল্প লক্ষ্মীর ভান্ডারকে ফের ভোটের ইস্যু করলেন। পাশাপাশি এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তৃণমূলের যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ হয়নি। একশো দিনের টাকা বাকি রেখেছে। আর রাজ্য সরকার তা দিতে শুরু করেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রের কাছে নানা আবেদন করলেও কোনও ফল পাওয়া যায়নি। সেই সমস্যাও আগামী দিনে দূর করবে রাজ্য সরকার। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের টাকা রাজ্য সরকারই দেবে। মানুষের বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পূরণ হয়নি।' এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার বঞ্চিত বলে তিনি অভিযোগ করেন।

অভিষেকের অভিযোগ, 'হাওড়ার আমতা উদয়নারায়ণপুরে বন্যা হয়। সেই সমস্যা দূর করতে বারংবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু সে ভাবে সাড়া মেলেনি কেন্দ্রের কাছ থেকে। তিনি আরও বলেন, 'এখানে নবজোয়ার কর্মসূচির সময় এসে জানতে পারি লক্ষ্মীর ভান্ডারের পাঁচশো টাকায় সংসার চলছে না। সেই টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িয়ে একহাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হবে না।' প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে কোচবিহারে বিজেপি নেত্রী দীপা চক্রবর্তীর একটি অডিও ক্লিপ

মাইক্রোফোনের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে শোনান-যাতে শোনা যায় 'তিন মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাবে।' এই ক্লিপিংটি শুনিয়ে তৃণমূলের মহিলা কর্মী সমর্থকদের চাঙ্গা করেন। এছাড়া তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী কোনও মন্ত্রী নন, গণতন্ত্রে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী জনগণ। আগামী ২০ মে পঞ্চম দফা নির্বাচনে হাওড়ায় জনগণ বিজেপিকে দেখিয়ে দিক।'

ভোট গণনার দিন বিজেপির নেতারা চোখে পদ্মফুল না দেখুক তারা চোখে সর্ষে ফুল দেখুক বলে এদিন জনসভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিউড়িতে আজ যোগী আদিত্যনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। তাই বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে সিউড়ি বেণীমাধব হাই স্কুল ময়দানে মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচনী সভা করতে আসছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সঙ্গে থাকবেন জেলার ও রাজ্যস্তরের বিজেপি নেতৃবৃন্দ। সোমবার ইতিমধ্যেই নলহাটিতে রোড শো করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। আর ৩ মে আমোদপুরে নির্বাচনের জন্য সভায় উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ঢাক বাজিয়ে আসানসোলে প্রার্থীর হয়ে প্রচার বাবুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: একবারে ঢাক বাজিয়ে কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার প্রচারে এলেন বাবুল সুপ্রিয়। সোমবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা ঝাঁজড়া, নবঘনপুর প্রভৃতি এলাকায় রোড শো ও র‍্যালি করলেন তিনি। সেলিব্রিটি নেতা বাবুল সুপ্রিয়কে দেখতে রাস্তার দু'পাশে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবুল সুপ্রিয়র র‍্যালি দেখার জন্য। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বাবুল সুপ্রিয়ার সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের নেতা সুজিত মুখোপাধ্যায়। প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে মানুষের ঢল দেখে আশাবাদী বাবুল। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র থেকে শত্রুঘ্ন সিনহার বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন এমনটাই আশা রাখেন বলে জানান তিনি।

সৌমিত্র খাঁর মিছিলকে কালো পতাকা, গো ব্যাক স্লোগান, তৃণমূল কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুরে অভিযুক্ত বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরের পর এবার বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকে বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে কালো পতাকা দেখানো ও গো ব্যাক স্লোগান তোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান তুলতেই বিজেপির মিছিল থেকে হামলা চালানো হয় তৃণমূলের গঙ্গাজলঘাটি অঞ্চল কার্যালয়ে। তৃণমূলের ওই কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটিতে নির্বাচনী প্রচার মিছিলের ডাক দেয় বিজেপি। সেই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। মিছিল গঙ্গাজলঘাটির তৃণমূল অঞ্চল কার্যালয়ের সামনাসামনি আসতেই বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী সৌমিত্র খাঁকে কালো পতাকা দেখাতে থাকেন। সৌমিত্র খাঁকে গো ব্যাক স্লোগানও দিতে থাকেন তাঁরা। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিজেপির মিছিল থেকে উত্তেজিত বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলের ওই কার্যালয়ে চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ছিঁড়ে ফেলা হয় তৃণমূলের একাধিক ফ্ল্যাগ ফেস্টুন। ভাঙচুর করা হয় ওই দলীয় কার্যালয়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক তৃণমূল নেতার ছবি ও আসবাব। বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। পরে গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ বিজেপি কর্মীদের হঠিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনার পর তৃণমূলের দাবি, সৌমিত্র খাঁ সাংসদ হিসাবে এলাকায় কোনও কাজ করেননি। বিশ্বমানের স্টেডিয়াম তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করেননি। তাই মানুষ তাঁকে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দিয়েছে। গোটা ঘটনায় সৌমিত্র খাঁকে কাঠগোড়ায় তুলেছে তৃণমূল। পালটা সৌমিত্র খাঁর দাবি, পুলিশের সঙ্গে যোগসাজস করে তৃণমূল বিজেপির মিছিলে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করেছিল। তৃণমূলের ভাগ্য ভালো যে বিজেপির ছেলেরা মেরে তাঁদের হাত পা ভেঙে দেননি।

পায়ে হেঁটে প্রচার সিপিএম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: প্রচণ্ড গরম মাথায় নিয়ে সোমবার পায়ে হেঁটে কুমারডিহি গ্রাম এলাকায় ভোটপ্রচার করলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ কুমারডিহি গ্রামের হাটতলা থেকে প্রচার শুরু হয়। গ্রামের প্রতিটি পাড়ায় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন প্রার্থী। সাড়ে দশটা নাগাদ প্রচার পর্ব শেষ হয়। এরপর প্রার্থী প্রচার করেন পার্শ্ববতী শ্যামসুন্দরপুর গ্রাম এলাকায়। এদিনের প্রচারে প্রার্থীর সঙ্গে কর্মী সমর্থকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য প্রবীর মণ্ডল, দামোদর অজয় নর্থ এরিয়া কমিটির সম্পাদক অঞ্জন বকসি সহ অন্যরা। প্রচারের ফাঁকে প্রার্থী জাহানারা খান বলেন, 'প্রচণ্ড রোদ তাপপ্রবাহ চলছে, তাই সকাল সকাল প্রচারে জোর দিয়েছি। প্রতিটি এলাকায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাচ্ছি। 'ভালো ফলাফলের ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানান তিনি।

সিএএতে ১০ হাজার মতুয়ার আবেদন, দাবি শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: সিএএতে ১০ হাজার মতুয়া আবেদন করেছেন ভোটের প্রচার শেষে জানালেন শান্তনু ঠাকুর। মিথ্যেবাদী বলে পালটা কটাক্ষ বিশ্বজিতের।

দেশজুড়ে লাগু হয়েছে সিএএ। লাগু হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে ক্রমশই বাড়ছে তরজা। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের প্রত্যেকটা সভা থেকে মন্তব্য করছেন সিএএতে আবেদন করলে নাগরিকত্ব চলে যাবে। বঞ্চিত হবে সমস্ত সরকারি প্রকল্প থেকে। এই আবহে বনগাঁ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর বলেন, '১০ হাজার মতুয়া সিএএ-র ফর্ম ফিলাপ করে আবেদন করেছে। সিএএ মানুষের অধিকার। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন, তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁরা ভারতবর্ষে নাগরিক নন। তাঁদের অবশ্যই নাগরিকত্ব নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার কি বলছে না বলছে তাতে কোনও যায় আসে না। আমরা মতুয়া মহাসংঘের কার্ড করিয়ে দিচ্ছিলাম যাতে এই মানুষগুলোর কোনও অসুবিধা না হয়। এই মুহূর্তে আমাদের ৫ লক্ষ সদস্য আছে, যারা কার্ড হোল্ডার। এদের আমরা সিএএ-র জন্য আবেদন করাচ্ছি। ইতিমধ্যেই প্রায় দশ হাজার জন আবেদন করেছেন। এরপর যারা নতুন করে আসবে, তাদের জন্য আমরা শিবিরের আয়োজন করব।'

শান্তনু ঠাকুরের মন্তব্য নিয়ে পালটা কটাক্ষ বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের। তিনি বলেন, 'শান্তনু শুধু মিথ্যা কথা বলেন। এই পাঁচ বছরে এই একটাই কাজ শিখেছে মিথ্যে কথা বলা। একজন মতুয়াও সিএএতে আবেদন করেননি।'

সম্প্রতি নদিয়ার শান্তিপুর পশ্চিমপাড়া মাজার প্রাঙ্গণে শাহসুফি তাজাম্মোল হোসাইন সিদ্দিকীর ৮৩তম ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী, রাজখোলা দরবার শরীফের পীর মহীউদ্দীন সিদ্দিকী, মাওলানা বাহাউদ্দিন সিদ্দিকী,পীরজাদা একরামুল হক সিদ্দিকী, পীরজাদা মুসা সিদ্দিকী, পীরজাদা সৈয়দ ইমতিয়াজ হোসেন, মাওলানা মুজিবর রহমান ও মাওলানা মনিরুল ইসলাম ও সফিকুল ইসলাম খান সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। দাদা হুজুরের বংশধর ও তাঁর প্রবীণ খলিফা ছিলেন সুফি সাহেব।

কীর্তির সমর্থনে বিশাল পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি ঝাঁ আজাদ ভগতের সমর্থনে সোমবার এক বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। বর্ধমান জিটি রোডের ওপর দিয়ে কার্জন গেট পর্যন্ত এই পদযাত্রাটি হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার সহ বিশিষ্ট তৃণমূলের নেতৃত্ব এবং কর্মীরা। বিভিন্ন জায়গায় প্রচার চলছে তার পাশাপাশি প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাতে লিফলেট দেওয়ার কাজও চলছে।

বিধায়ক খোকন দাস বলেন, 'এবারে বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কীর্তি ঝাঁ আজাদ ভগত এবং মানুষ যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখেছে তাতে নিজেরা এগিয়ে আসবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য।' এদিন মিছিল শেষে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় কার্জন গেট সংলগ্ন বর্ধমানের বিধায়ক অফিসের সামনে।

বিশ্ব নৃত্য দিবস উপলক্ষে সিউড়ি রবীন্দ্রপল্লি কালীবাড়িতে প্রথম অনুষ্ঠিত হলো নৃত্যের অনুষ্ঠান আয়োজনে নৃত্য উপাসনা, সৃঞ্জন ও অলক নৃত্য কলা। এদিন সংগীত শিল্পী মানবী সরকার, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক মৃণালজিত গোস্বামী সংগীতশিল্পী অনুপম চক্রবর্তী তবলা শিল্পী গোবিন্দ দে সরকার এবং বাপি পালকে সংবর্ধিত করা হয়। আয়োজক সংস্থার পক্ষে শুভদীপ সরকার এবং অলক ঘোষ দস্তিদার বিশ্ব নৃত্য দিবসের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কর্নাটকে নির্বাচনী প্রচারে জাতীয়তাবাদে শান মোদির

বেঙ্গালুরু, ২৯ এপ্রিল: আকাশপথে পাকিস্তানে ঢুকে বালাকোটে সন্ত্রাসবাদী শিবিরে বিমান হামলা চালিয়ে আসার পর অন্য কাউকে জানানোর আগে ইসলামাবাদকেই এই অভিযান সম্পর্কে প্রথম খবর পাঠিয়েছিল নয়াদিল্লি! লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে কর্নাটকের বাগলকোটের জনসভায় এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পিছন থেকে লুকিয়ে আক্রমণ চালানোয় বিশ্বাসী নন বলেও এদিন মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটের আগে পুলওয়ামার জঙ্গি হামলার জবাবে বালাকোটে জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় বায়ুসেনা। সেই ঘটনাকে সামনে রেখেই জাতীয়তাবাদ উস্কে ভোটের ফসল ঘরে তুলেছিল বিজেপি বলে দাবি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। ২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় আধাসামরিক বাহিনীর একটি কনভয়ে ফিদায়েঁ হামলা চালায় জিহাদিরা। শহিদ হন ৪০ জওয়ান। জবাবে ২৬ ফেব্রুয়ারির রাতে পাক ভূখণ্ডে ঢুকে বালাকোটে অভিযান চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের প্রচারেও সেই জাতীয়তাবাদী আবেগ উস্কে দিতে চাইলেন মোদি। সোমবারের জনসভায় তিনি বলেন, 'আমি বাহিনীকে মিডিয়াতে ডেকে বিমানহানার খবর জানাতে বলেছিলাম। কিন্তু আমি বলি, তার আগে পাকিস্তানি নেতাদের ফোন করে জানাব। কিন্তু ওরা সেই ফোন তোলেনি। তাই বাহিনীকে অপেক্ষা করতে বলি। তার পর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরই গোটা দুনিয়াকে সেই রাতের বিমানহানার ব্যাপারে অবহিত করি। মোদি লুকিয়ে চুরিয়ে গোপনে আঘাত করায় বিশ্বাসী নয়, সে খোলাখুলিই লড়াই করে।'

বিরোধীদের খোঁচা দিয়েও মোদি বলেন, যারা ভোটে হেরেছে, হারার আশঙ্কায় আছে, তারা প্রযুক্তির সাহায্যে জাল ভিডিও বানাচ্ছে। ওরা কৃত্রিম মেধা কাজে লাগিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় আমার কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে মিথ্যা ছড়াচ্ছে, যা বড় বিপদ তৈরি করেছে, এও বলেন তিনি। এমন ভিডিওর ব্যাপারে পুলিশ বা বিজেপি কর্মীদের জানানোর আবেদন করেন তিনি, হুঁশিয়ারি দেন, এর সঙ্গে জড়িত থাকলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাম না করে রাহুল গান্ধিকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি মোদি। তিনি মন্তব্য করেন, আপনাদের ভোটে মোদি শক্তিশালী হলেই দেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে। ভারতকে নির্মাণ শিল্প ও দক্ষতার কেন্দ্র করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু যারা ছুটি কাটাতেই অভ্যস্ত, তারা এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে না।

কর্নাটকের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারকেও রাজ্যের চলতি পানীয় জলের সঙ্কট নিয়ে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী কটাক্ষ করেন, ওরা তথ্যপ্রযুক্তির গড় থেকে রাজ্যকে ট্যাঙ্কার মাফিয়াদের ইন্ধন দিয়ে ট্যাঙ্কার হাব বানিয়ে তুলছে। ট্যাঙ্কার মাফিয়াদের কমিশনে কংগ্রেস ফুলেফেঁপে উঠছে বলে খোঁচা দেন তিনি।

ভারী বৃষ্টির মধ্যেই বরফধসে বিপর্যস্ত কাশ্মীর

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল: টানা বৃষ্টি চলছে জম্মু-কাশ্মীরে। দোসর তুষারপাত। তার জেরে সোমবার কাশ্মীরের সোনমার্গে নেমেছে বরফধস। বরফে ঢেকে রয়েছে গুলমার্গও। ভারী বৃষ্টির কারণে জম্মু এবং কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে ধস নেমেছে। ধসের কারণে সোমবার বন্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। কাশ্মীরকে বাকি দেশের সঙ্গে জুড়েছে যে সড়ক, তা বন্ধ থাকায় বিপাকে বহু মানুষ। পণ্য পরিবহণেও সমস্যা হচ্ছে। প্রবল গরম আর তীব্র তাপপ্রবাহে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের পূর্বের রাজ্যগুলি যখন হাঁসফাঁস করছে, তখন উল্টো ছবি কাশ্মীরে।

কাশ্মীরে বরফ ধসের একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, সোনমার্গে পাহাড় বেয়ে নামছে বরফ। পাহাড়ের পাদদেশে থাকা ছুটে পালাচ্ছেন। উরিতে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ধস নেমে মাটিতে মিশে গিয়েছে একটি বাড়ি। সেই ভিডিয়োও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

কাশ্মীরের সঙ্গে বাকি দেশের সংযোগ রক্ষাকারী জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কেও ধস নেমেছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে মেহার, গাঙ্গরু, মম পাসি, রামবাণ জেলার কিস্তওয়ারি পাথেরে ধস নামার কারণে সোমবার বন্ধ সড়ক। জম্মু, পুঞ্চ এবং রাজৌরিকে কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলার সঙ্গে জুড়েছে মুঘল রোড। পির কি গলি এবং সংলগ্ন এলাকায় তুষারপাতের কারণে ওই রাস্তা গত তিন দিন ধরে বন্ধ। ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) জানিয়েছে, গত ৭২ ঘণ্টা ধরে বৃষ্টির কারণে জম্মু ও কাশ্মীরের সব নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আগাম ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে সেখানে। বৃষ্টি, ধসের কারণে জম্মু ও কাশ্মীরের বহু স্কুল বন্ধ।

অমিত শাহের 'ভুয়ো' ভিডিও মামলা তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে তলব দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: অমিত শাহের ভুয়ো ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে রেবন্ত রেড্ডিকে তলব দিল্লি পুলিশের। উল্লেখ্য, সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অমিত শাহের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। সেই ভিডিওর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং বিজেপি।

সূত্রের খবর, ঘটনায় তদন্ত শুরু হতেই সোমবার তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে তলবের নোটিস পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ। আগামী ১ মে দিল্লি পুলিশের দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে রেবন্তকে । নিজের ব্যবহৃত সমস্ত গ্যাজেট নিয়ে যেতে হবে। বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা-সহ মোট ৫ জনকে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ভুয়ো ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে অসম থেকে একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে দিল্লি পুলিশ।

তবে শুরু থেকেই বিজেপির দাবি ছিল, অমিত শাহের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতেই এমন ভুয়ো ভিডিও প্রচার করছে হাত শিবির। বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্য বলেন, 'দেশজুড়ে বড়সড় হিংসা ছড়ানোর ছক কষছে কংগ্রেস। তাই ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে দিচ্ছে সোশাল মিডিয়ায়।' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন মালব্য। তার পরেই রবিবার অভিযোগ দায়ের হয় দিল্লি পুলিশের কাছে। এফআইআর দায়ের করে শুরু হয় তদন্ত।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন অমিত শাহ। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, আগামী দিনে দেশ থেকে তপসিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হবে। তবে এই ভিডিওকে হাতিয়ার করে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিরোধীরা। নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি শেয়ার করে কংগ্রেস।

সোরেনের জামিন মামলায় ইডির কাছে জবাব তলব

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: জমি জালিয়াতির ঘটনায় ধৃত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের জামিন মামলায় ইডির কাছে জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। আগামী সপ্তাহে আবারও এই মামলার শুনানি হতে পারে।

জমি জালিয়াতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় হেমন্তের নাম জড়িয়েছে। ৬০০ কোটি টাকার 'দুর্নীতি'র অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই তদন্তের সূত্রে গত ৩১ জানুয়ারি দুপুরে জেএমএম নেতা হেমন্তের রাঁচির বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। প্রায় সাত ঘণ্টা তল্লাশির পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৩০ জানুয়ারি তল্লাশি অভিযান চলেছিল তাঁর দিল্লির বাড়িতেও। ৩১ জানুয়ারি রাতে গ্রেপ্তারির আগে রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন হেমন্ত। 'দুর্নীতি'র অভিযোগ প্রথম থেকেই অস্বীকার করেছেন হেমন্ত। জানিয়েছেন, উক্ত জমির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। হেমন্তের গ্রেপ্তারি নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করে বিরোধীরা। তাঁর গ্রেপ্তারি বেআইনি বলেও দাবি করা হয়, তাঁর দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) তরফ থেকে।

ইডির গ্রেপ্তারি বেআইনি, তাই জামিন চেয়ে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে আবেদন করেন হেমন্ত। সেই মামলার শুনানি শেষ হলেও এখনও রায় দেয়নি, ঝাড়খণ্ডের উচ্চ আদালত। তার পরই গত বুধবার সুপ্রিম কোর্টেও জামিনের আবেদন জানিয়ে মামলা করেছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

রাশিয়ার হামলার আশঙ্কায় ৩টি গ্রাম থেকে সেনা সরাল ইউক্রেন

কিয়েভ, ২৯ এপ্রিল: দুবছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কোনও রফাসূত্র এখনও মেলেনি। আক্রমণ পালটা আক্রমণ, হানাহানি, মৃত্যুমিছিল সব কিছু মিলিয়ে দুদেশের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ছবি খুব একটা বদলায়নি। মাঝে পালটা মার দিয়ে রণক্ষেত্রে রুশ ফৌজকে বেকায়দায় ফেলেছিল কিয়েভ। তবে এবার নাকি তাদের শক্তি কমে আসছে। তাই ক্রমাগত অস্ত্রের জোগানের জন্য আর্জি জানাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মস্কোর আক্রমণের মুখে এবার তিনটি গ্রাম থেকে পিছু হটল ইউক্রেনীয় সেনা!

গত কয়েকমাস ধরে ইউক্রেনে হামলা তীব্র করেছে রাশিয়া। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় আছড়ে পড়ছে মিসাইল। মস্কোর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে কিয়েভ। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ায় টান পড়ছে অস্ত্রের ভাণ্ডারে। দেখা দিয়েছে আর্থিক সংকট। হাতিয়ারের অভাবে এমন কয়েকটি জায়গা রয়েছে যেখানে রুশবাহিনীর হামলার মোকাবিলা করা দুষ্কর হয়ে উঠছে। তাই পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে জেলেনস্কির ফৌজ। রয়টার্স সূত্রে খবর, রবিবার এনিয়ে ইউক্রেন সেনার কর্নেল জেনারেল আলেকজান্ডার সিরস্কি জানিয়েছেন, 'ইস্টার্ন ফ্রন্টে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ হচ্ছে না। পরিস্থিতি এখন খুবই খারাপ। তাই সেখানকার তিনটি গ্রাম থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মস্কোর বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ শানাতে অন্য জায়গায় ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে।'

কয়েকদিন ইউক্রেনের বুকে ভয়াবহ আঘাত হেনেছিল রাশিয়া। রুশ মিসাইল হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্তত ১৭ জন। এই ঘটনায় নিজেদের দুর্বল বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই দুষেছিলেন জেলেনস্কি। বারবার তিনি আমেরিকা-সহ পশ্চিমা বিশ্বের কাছে হাতিয়ারের জন্য দরবার করছেন। এখন সেনাও সরিয়ে নিতে হচ্ছে কিয়েভকে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ফের একবার যুদ্ধাস্ত্র চেয়ে জেলেনস্কি জানিয়েছেন, 'আমাদের সহযোগীদের কাছে অনুরোধ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করুন। যাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে আমাদের সেনা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারে। রাশিয়ার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়া যায়।'

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে রাশিয়া সামরিক অভিযান শুরু করার পর থেকে ইউক্রেনকে সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে আমেরিকা। মার্কিন যুদ্ধাস্ত্রে বলীয়ান হয়ে রুশ বাহিনীকে পালটা মার দিচ্ছে ইউক্রেনীয় ফৌজ। ২০২৩ সালে কিয়েভকে ৩১টি অত্যাধুনিক আব্রামস ট্যাঙ্ক দিয়েছিল ওয়াশিংটন। এবার এই ট্যাঙ্কগুলোকেও সরানো হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান থেকে। কারণ, যত দিন যাচ্ছে রাশিয়ার ড্রোন হামলার পরিমাণ বাড়ছে। এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের দুর্বলতার জন্য সেই আক্রমণ ঠেকাতে পারছে না ইউক্রেনীয় ফৌজ। সঠিক সময় শনাক্ত করা যাচ্ছে না রুশ নজরদারি ড্রোনগুলোকে। আর মস্কোর এই হামলায় ক্ষতি হচ্ছে মার্কিন ট্যাঙ্কগুলোর। ইতিমধ্যেই ৩১টির মধ্যে ৫টি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

এনিয়ে মার্কিন সেনার দুই আধিকারিক সংবাদ সংস্থা এপিকে জানিয়েছেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এখন ইউক্রেনের কোথাও আপনারা নির্ভয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না। এখন রাশিয়া নজরদারি ড্রোনের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছে। রুশ ফৌজ মার্কিন ট্যাঙ্কগুলো শনাক্ত করে দ্রুত হামলা করছে। ফলে ট্যাঙ্কগুলোকে রক্ষা করা ইউক্রেনের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে।' জানা গিয়েছে, মস্কোর আক্রমণের পালটা দিতে নতুন রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করছে আমেরিকা ও ইউক্রেন।

হাওয়ার ধাক্কায় বেসামাল শাহের কপ্টার

পাটনা, ২৯ এপ্রিল: বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নির্বাচনী প্রচার সেরে ফেরার সময় তাঁর হেলিকপ্টার মাটি ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়ার ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারালো। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কোনওমতে পরিস্থিতি সামাল দেন পাইলট। যার জেরে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে সোমবার বিহারের বেগুসরাইয়ে গিয়েছিলেন অমিত শাহ। সেখানে প্রচার সারার পর দিল্লি ফেরার জন্য কপ্টারে চড়ে বসেন তিনি। তবে হেলিকপ্টার মাটি ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাধে বিপত্তি। হঠাৎ প্রবল হাওয়ার ধাক্কায় ভারসাম্য হারায় চপার। রীতিমতো দুলে ওঠে সেটি। এই অবস্থায় শূন্যে একটি মোড় নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চপার নিয়ন্ত্রণে আনেন চালক। এর পর গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ঘটনার একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। তাতে দেখা গিয়েছে, উড়ানের সময় ডান দিকে হেলে যায় কপ্টারটি। প্রায় মাটি ছুঁয়ে ফেলছিল সেটি। তখনই পরিস্থিতি সামাল দিতে সফল হন চালক।

রাফায় ইজরায়েলের হামলায় মৃত অন্তত ১৩

গাজা সিটি, ২৯ এপ্রিল: ফের দক্ষিণ গাজার শহর রাফায় হামলা করল ইজরায়েল! এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৩ জন। সোমবার এমনটাই জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তবে হামাসের দাবি মৃতের সংখ্যা ১৫ ছাড়িয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে প্যালেস্তিনীয়দের 'শেষ আশ্রয়' রাফায় ঢুকে পড়বে ইজরায়েলি ফৌজ। হামাস জঙ্গিদের সমূলে বিনাশ করতে পুরোদমে হামলা শুরু করবেন জওয়ানরা। যার পরিণতি হবে ভয়ংকর। এখন রাফার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কার প্রহর গুনছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো।

রয়টার্স সূত্রে খবর, এদিন রাফার তিনটি বাড়িতে আছড়ে পড়েছিল ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর বোমা। অন্তত ১৩ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এদিকে, উত্তর গাজার দুটি বাড়িতেও আঘাত হানে ইজরায়েলের বিমানবাহিনী। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের খবর অনুযায়ী, সেখানেও বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন। গত মাস তিনেক ধরে মিশর সীমান্তবর্তী রাফায় আক্রমণ তীব্র করেছে তেল আভিভ। ঘনঘন সেখানে বোমাবর্ষণ করছে ইজরায়েলি ফৌজ।

উল্লেখ্য, সাত মাস পেরিয়ে গিয়েছে। হামাস নিধনে এখনও গাজায় আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। আন্তর্জাতিক মহলের চাপ উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। লক্ষ্য একটাই। হামাস জঙ্গিদের সমূলে নিধন। আর তার জন্য রাফায় ঢুকে অভিযান শুরু করতেই হবে ইজরায়েলকে। এবার নাকি তারই সময় এসে গিয়েছে। তাই রাফায় আক্রমণের ধার তীব্র করেছে ইজরায়েলি সেনা।

কেরলে হিট স্ট্রোকে মৃত ২, দুঃসহ গ্রীষ্মে পুড়ছে দেশ

তিরুঅনন্তপুরম, ২৯ এপ্রিল: ছয় দশক পরে এতখানি দুঃসহ গরমে পুড়ছে কলকাতা। সোমবার দুপুর তিনটে নাগাদ ৪২ ডিগ্রি ছুঁয়েছে শহরের পারদ। উত্তরের কয়েকটি জেলাকে বাদ দিলে রাজ্যজুড়েই চলছে তাপপ্রবাহ। তবে শুধু বাংলা নয়, এপ্রিলের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ জারি প্রায় গোটা দেশে ! রবিবার কেরলে হিট স্ট্রোক মৃত্যু হয়েছে দুজনের। এমনকী যে সমস্ত জায়গায় তুলনায় কম গরম পড়ে থাকে, সেখানেও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি অথবা তা ছাপিয়ে গিয়েছে।

এতদিন বেঙ্গালুরুর মনোরম নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া দেশের অন্য শহরের বাসিন্দাদের কাছে ছিল ইর্ষণীয়। পাশাপাশি কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা সংলগ্ন মহারাষ্ট্রেও সাধারণত তীব্র গরম পড়ে না। রাজ্যগুলির সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় সারা বছরই মনোরম আবহাওয়া থাকে। সেখানেও যাবতীয় হিসেব ওলোটপালোট হয়েছে চলতি এপ্রিলে। অধিকাংশ জায়গায় তাপমাত্রা ৩৮ থেকে ৪১ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এর মধ্যেই কেরলের কুন্নুর এবং পালাক্কড়ে হিট স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। আগামী পাঁচদিন দক্ষিণের রাজ্যের ১২ জেলায় অতিরিক্ত তাপমাত্রা সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস।

কেরলের আলপ্পুঝা, তামিলনাড়ুর উটি, মহারাষ্ট্রের মাথেরানের মতো এলাকা মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং আবহাওয়ার কারণে পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়। এই জায়গাগুলিতে ৩৫ ডিগ্রির উপরে ওঠে না তাপমাত্রা। যদিও চলতি এপ্রিলে আলপ্পুঝায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাথেরানে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পারদ চড়েছিল, যা ওই এলাকায় সর্বোচ্চ। অন্যদিকে লাক্ষাদ্বীপের আমিনিদিভিতে ৩৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছে তাপমাত্রা, যা বিরল।

শিখদের অনুষ্ঠানে ট্রুডোকে দেখে 'খলিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান

টরেন্টো, ২৯ এপ্রিল: খলিস্তানি 'জঙ্গি'দের কানাডায় আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জাস্টিন ট্রুডোর বিরুদ্ধে। এবার শিখদের অনুষ্ঠানে কানাডার প্রধানমন্ত্রী যোগ দিতেই উঠল খলিস্তানি স্লোগানের জোয়ার। টরন্টোতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই খলিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দেওয়া হয় ট্রুডোকে ঘিরে। লাগাতার স্লোগানের মধ্যেই নিজের বক্তব্য রাখেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী।

গত বছরের শেষদিক থেকে ভারত ও কানাডার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার নেপথ্যে ভারতের ভূমিকা রয়েছে বলে সংসদে দাঁড়িয়ে অভিযোগ আনেন ট্রুডো। যদিও এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি কানাডা। তবে এই দাবির পালটা দিয়ে একাধিকবার কানাডাকে তোপ দেগেছে ভারত। খলিস্তানি জঙ্গিদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে কানাডা, একাধিকবার এই কথা শোনা যায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর-সহ অন্যান্যদের মুখে। সবমিলিয়ে খলিস্তানি ইস্যুতে দুই দেশের টানাপোড়েন এখনও অব্যাহত। ভারতবিরোধী হাওয়াও প্রবল হয়ে উঠেছে কানাডায়।

এহেন পরিস্থিতিতে নয়া মোড় নিল কানাডা-খলিস্তানি বিতর্ক। খালসা দিবস উপলক্ষে রবিবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন টরন্টোর শিখরা। সেখানে ট্রুডো ছাড়াও আমন্ত্রিত ছিলেন কানাডার বিরোধী নেতা পিয়ের পইলিভার। হাজারেরও বেশি শিখ একত্রিত হন এই অনুষ্ঠানে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে মঞ্চে উঠতে দেখেই খলিস্তানি স্লোগান দিতে শুরু করেন উপস্থিত জনতা।

তবে স্লোগানের মধ্যেই বক্তৃতা দিতে শুরু করেন ট্রুডো। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রয়েছে কানাডায়, সেই কথাই বক্তৃতায় তুলে ধরেন তিনি। ট্রুডোর কথায়, 'আমাদের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে বলেই আমরা শক্তিশালী। আমাদের মনে রাখা উচিত, শিখ আদর্শই আসলে কানাডার আদর্শ।' এই অনুষ্ঠানের ভিডিও নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতেও শেয়ার করেন ট্রুডো। তবে খলিস্তানি স্লোগান শুনেও কেন বিরোধিতা করলেন না কানাডার প্রধানমন্ত্রী, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিধ্বস্ত গোয়া, আইএসএল ফাইনালে মোহনবাগানের মুখোমুখি মুম্বই সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওড়িশা এফসিকে হারিয়ে আইএসএল ফাইনালের ছাড়পত্র জোগাড় করে নিয়েছে মোহনবাগান। রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আন্তোনিও হাবাসের ছেলেরা ২-০ গোলে মাটি ধরায় লোবেরার ওড়িশা এফসিকে। দুই পর্ব মিলিয়ে ৩-২ গোলে জেতার ফলে ফাইনালে চলে যায় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

সোমবার আরেক সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের খেলায় মুম্বই সিটি ২-০ গোলে হারায় এফসি গোয়াকে। সোমবার ম্যাচ জেতার ফলে মুম্বই সিটি এগ্রিগেটে ৫-২ গোলে জিতে ফাইনালে পৌঁছে যায়। মুম্বইয়ের হয়ে গোল করেন জর্জ পেরেরা দিয়াজ এবং ছাংতে। প্রথম সাক্ষাতে মুম্বই সিটি ৩-২ গোলে ম্যাচ জিতেছিল।

এদিনও মুম্বইয়ের দাপট বজায় থাকল।

আইএসএলের দ্বিতীয় লেগ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। তাঁদের সামনেই মুম্বই ম্যাচ জিতে পৌঁছে গেল ফাইনালে। আইএসএল ফাইনাল হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ফাইনালের বল গড়াবে ৪ মে।

এই যুবভারতীতেই মুম্বই সিটি এফসিকে হারিয়ে আইএসএলের লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। ফাইনালে মুখোমুখি ফের দুই দল। মোহনবাগান ও মুম্বই দলে রয়েছে দুর্দান্ত সব ফুটবলার। দারুণ এক ফাইনালের অপেক্ষায় যুবভারতী। আর সল্টলেক স্টেডিয়ামে খেলা মানেই ফুলহাউজ গ্যালারি। দর্শকদের শব্দব্রহ্ম দ্বাদশ ব্যক্তি মোহনবাগানের।

চেনা ইডেন গার্ডেন্স থেকে খালি হাতে ফিরতে হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। তাঁর দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে জয়ে ফিরল শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। সোমবার ঋষভ পন্থদের ৭ উইকেটে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখলেন শ্রেয়স আয়ারেরা। দিল্লির ৯ উইকেটে ১৫৩ রানের জবাবে ১৬.৩ ওভারের কেকেআর তুলল ৩ উইকেটে ১৫৭। সোমবার ইডেনের ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

বুমরার সমান ১৪ উইকেট নিয়েও মোস্তাফিজ কেন পার্পল ক্যাপ পেলেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৪ এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত মোস্তাফিজুর রহমানের উইকেটসংখ্যা এটি। এর চেয়ে বেশি উইকেট এখনো কেউ নিতে পারেননি। ১৪ উইকেটের মালিক অবশ্য একা মোস্তাফিজ নন, মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের যশপ্রীত বুমরা আর পাঞ্জাব কিংসের হার্শাল প্যাটেলের সমান সংখ্যক উইকেট আছে।

যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনজন হলেও পার্পল ক্যাপ একটিই। আর সেটি এখন বুমরার মাথায়। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, বুমরার সমান উইকেট পেয়েও মোস্তাফিজ কেন পার্পল ক্যাপ পাননি? বুমরা ও হার্শালের চেয়ে ম্যাচ কম খেলেই মোস্তাফিজ তাঁদের সমান উইকেট নিয়েছেন। দুই ভারতীয় বোলারের যেখানে ১৪ উইকেট নিতে ৯ ম্যাচ খেলতে হয়েছে, মোস্তাফিজ ৮ ম্যাচেই তাঁদের ছুঁয়ে ফেলেছেন। তবু কেন মোস্তাফিজ পার্পল ক্যাপের মালিক নন?

আইপিএলে বোলারদের পার্পল ক্যাপ জেতার প্রধান মানদণ্ড উইকেটসংখ্যা। একাধিক বোলার সমানসংখ্যক উইকেট পেলে ম্যাচ বা স্ট্রাইক রেট দেখা হয় না। বিবেচনায় নেওয়া হয় ইকোনমি, অর্থাৎ ওভারপ্রতি কে কেমন রান দিয়েছেন। ঠিক এ জায়গাতেই বুমরার চেয়ে পিছিয়ে মোস্তাফিজ। মুম্বাইয়ের বুমরা এখন পর্যন্ত ৩৬ ওভার বল করে দিয়েছেন ২৩৯ রান, ওভারপ্রতি ৬.৬৩ করে। আর মোস্তাফিজ ৩০.২ ওভারে ২৯৬ রান দিয়েছেন ৯.৭৫ ইকোনমিতে।

পাঞ্জাবের হার্শাল অবশ্য রান দিয়েছেন আরও বেশি হারে; ওভারপ্রতি ১০.১৮ করে। সব মিলিয়ে পার্পল ক্যাপের লড়াইয়ে বুমরা এখন এক নম্বরে, মোস্তাফিজ দুই আর হার্শাল তিন নম্বরে।

আইপিএলে টুর্নামেন্ট চলাকালে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির মাথায় থাকে পার্পল ক্যাপ। আর ফাইনাল ম্যাচের পর যাঁর উইকেট সবচেয়ে বেশি, তিনি হয়ে যান পার্পল ক্যাপের আসল জয়ী। ২০১৩ ও ২০২১ আইপিএলে সর্বোচ্চ ৩২ উইকেট করে পেয়েছিলেন ডোয়াইন ব্রাভো ও হার্শাল। কিন্তু নিয়মানুযায়ী দুজনের মধ্যে তুলনায় ইকোনমিতে পিছিয়ে থাকেন হার্শাল।

এবারের আসরে মোস্তাফিজ অবশ্য পার্পল ক্যাপের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত থাকছেন না। আগামী ১ মে চেন্নাই,পাঞ্জাব ম্যাচের পরই বাংলাদেশে ফিরে আসবেন মোস্তাফিজ। ৩ মে চট্টগ্রামে শুরু হতে যাওয়া বাংলাদেশ,জিম্বাবুয়ে টি,টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচের দলে না থাকলেও শেষ দুই ম্যাচে থাকতে পারেন তিনি।

ফেরার আগে মোস্তাফিজ আইপিএলের এক মৌসুমে নিজের সর্বোচ্চ উইকেট নিতে পারেন কি না, দেখার আছে। ২০১৬ আসরে ১৬ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি, যা এখন পর্যন্ত তাঁর টুর্নামেন্ট, সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়েছিলেন ২০১৪ সালে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে। এবার চেন্নাইয়ের হয়ে সেটা ৮ ম্যাচেই ছুঁয়ে ফেলেছেন।

রিঙ্কুর হাতে আঁকা ‘দুপুর ২.২০ মিনিট’! কেন এই বিশেষ ট্যাটু?

নিজস্ব প্রতিনিধি: জীবন বদলে গিয়েছে রিঙ্কু সিংহের। গত বারের আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে পাঁচ বলে পাঁচ ছক্কা নায়ক বানিয়ে দিয়েছে তাঁকে। ভারতীয় দলেও সুযোগ পেয়েছেন। এ বারের আইপিএলে যে কয়েকটি ম্যাচে ব্যাট করতে নেমেছেন, ভাল খেলেছেন তিনি। এই রিঙ্কুর ডান হাতে রয়েছে কয়েকটি বিশেষ ট্যাটু। কেন সেগুলি আঁকিয়েছেন কেকেআর ব্যাটার? নিজেই দিলেন জবাব।

রিঙ্কুর ডান হাতে একটি ঘড়ির ট্যাটু রয়েছে। সেখানে সময় দেখাচ্ছে

দুপুর ২.২০ মিনিট। এই সময়টি রিঙ্কুর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কেকেআর ব্যাটার বলেন, তআইপিএলের নিলামে ওই সময়েই কেকেআর আমাকে কিনেছিল। ৮০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম। ওই টাকা আমার পরিবারের জীবন বদলে দিয়েছিল। অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল। সব ধার মেটাতে পেরেছিলাম। তার পর থেকে আমার পরিবার সুখে রয়েছে। সেই কারণেই জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে আমি হাতে আঁকিয়ে রেখেছি।দ

ঘড়ির ট্যাটুর পাশাপাশি রিঙ্কুর হাতে লেখা রয়েছে ‘ফ্যামিলি’, অর্থাৎ, পরিবার। পাশে একটি গোলাপের ট্যাটু রয়েছে। শান্তির প্রতীকও আঁকিয়ে রেখেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রিঙ্কু বলেন, তআমার কাছে আমার পরিবার সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি আমি সবাইকে ভালবাসি। শান্তিতে থাকতে চাই। সেই কারণেই এই ট্যাটুগুলো আঁকিয়েছি। সেই সাক্ষাৎকারে রিঙ্কুকে কয়েক জন ক্রিকেটারের নকল করে দেখাতে বলা হয়। রিঙ্কু প্রথমেই কোহলিকে নকল করেন। তিনি বলেন, তবিরাট ভাইয়ের খেলা আমি খুব দেখি। ও কী ভাবে ব্যাট করে, কী ভাবে খেলা এগিয়ে নিয়ে যায় সেখান থেকে শেখার চেষ্টা করি।দ এ কথা বলেই বিরাটের কায়দায় ব্যাট করা শুরু করেন তিনি। শুধু বিরাট নন, সতীর্থ নীতীশ রানার ব্যাট করার কায়দাও নকল করে দেখান রিঙ্কু। আর এক সতীর্থ বরুণ চক্রবর্তীর বোলিং অ্যাকশনও নকল করে দেখান কেকেআর ব্যাটার।

কোহলি তাঁর স্ট্রাইক রেটের সমালোচকদের একহাত নিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১০ ইনিংসের ৩টিতে ছিলেন অপরাজিত। ১টি সেঞ্চুরি, ৪টি ফিফটিসহ মোট রান ৫০০। এই রান নিয়ে এবারের আইপিএলে বিরাট কোহলিই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রানের মালিক। ৯ ইনিংস খেলে ৪৪৭ রান নিয়ে তাঁর পরেই আছেন চেন্নাই সুপার কিংসের ওপেনার রুতুরাজ গায়কোয়াড়। কোহলি কার চেয়ে কত রানে এগিয়ে আছেন, এটা নিয়ে খুব একটা কথা হচ্ছে না। এবারের আইপিএলের প্রায় শুরু থেকেই আলোচনায় কোহলির স্ট্রাইক রেট।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্যাটসম্যান ৫০০ রান করেছেন ৭১.৪২ গড়ে। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ২০০ রান করেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কোহলির চেয়ে বেশি গড় একমাত্র সঞ্জু স্যামসনের। রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক স্যামসন ৯ ইনিংসে ৩৮৫ রান করেছেন ৭৭ গড়ে। কোহলির এই গড়ের বিষয়টিতেও কেউ নজর দিচ্ছেন না। এ কারণেই হয়তো কাল ৪৪ বলে অপরাজিত ৭৭ রান করে দলকে জিতিয়ে সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন কোহলি।

কোহলি ব্যাট হাতে ছন্দেই আছেন। কিন্তু ছন্দে থাকলেও তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরন যেন কারও পছন্দ হচ্ছে না। ৫০০ রান যে তিনি করেছেন ১৪৭.৪৯ স্ট্রাইক রেটে। এবারের আইপিএলে কমপক্ষে ৩০০ রান করেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কোহলির চেয়ে স্ট্রাইক রেট কম শুধু তিনজনের। গুজরাট টাইটানসের সাই সুদর্শন ১০ ইনিংসে ৪১৮ রান করেছেন ১৩৫.৭১ স্ট্রাইক রেটে। তাঁরই সতীর্থ শুবমান গিল ১৪০.৯৬ স্ট্রাইক রেটে ১০ ইনিংসে করেছেন ৩২০ রান। আর লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের লোকেশ রাহুল ৯ ইনিংসে ৩৭৮ রান করেছেন ১৪৪.২৭ গড়ে।

গতকাল গুজরাটের ২০০ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে কোহলির দল ম্যাচ জিতেছে ২৪ বল আর ৯ উইকেট হাতে রেখে। বেঙ্গালুরুর হয়ে ব্যাটিং করেছেন তিনজন;কোহলি, ফাফ ডু প্লেসি ও উইল জ্যাকস। ডু প্লেসি আউট হওয়ার আগে করেছেন ১২ বলে ২৪ রান, যার মানে রান তুলেছেন ২০০ স্ট্রাইক রেটে। আর ১০০ রানে অপরাজিত থাকা জ্যাকসের স্ট্রাইক রেট ছিল ২৪৩। ৪১ বলের ইনিংসে তিনি মেরেছেন ৫টি চার, ১০টি ছয়। আর কোহলি ৭৭ রান তুলেছেন ১৫৯.০৯ স্ট্রাইক রেটে।

এই ইনিংস খেলার পর সমালোচকদের উদ্দেশ করে কোহলি বলেছেন, ‘যেসব লোক স্ট্রাইক রেট এবং আমার স্পিন ভালো খেলতে না পারা নিয়ে কথা বলে, তারা এসব (পরিসংখ্যান) নিয়েই কথা বলে। আমার কাছে দলের জন্য ম্যাচ জয়ই আসল এবং এ কারণেই আপনি এটা ১৫ বছর ধরে করে যাবেন। আপনি দিনের পর দিন এটা করে যাচ্ছেন, আপনি দলকে ম্যাচ জিতিয়েছেন। আমি জানি না, এমন পরিস্থিতিতে আপনারা কখনো পড়েছেন কি না। কিন্তু বক্সে বসে ম্যাচ নিয়ে কথা বলছেন।’

যারা বলছে, কোহলি ধীরগতির ব্যাটিং করছেন এবং এটা নবধারার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সঙ্গে যায় না, তাদের উদ্দেশে ভারতীয় ব্যাটসম্যান এর আগে বলেছিলেন, ‘মানুষ দিনের পর দিন অনুমানের ওপর কথা বলতে পারে, কিন্তু যারা দিনের পর দিন কাজটা করে, তারা জানে আসলে কী ঘটছে। আমি অতি আক্রমণাত্মক হতে চাই না, বোলারকে ভাবনায় ফেলতে চাই। তারা চাইবে, আমি যেন আক্রমণাত্মক হই এবং আউট হই।’

বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক উইলিয়ামসনই

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোট আর বিশ্রামের কারণে গত কিছুদিন নিউজিল্যান্ডের টি,টোয়েন্টি দলের বাইরে ছিলেন কেইন উইলিয়ামসন। ২০২২ সালের ২০ নভেম্বরের পর নিউজিল্যান্ড ৩৫টি টি,টোয়েন্টি খেলেছে, এর মধ্যে মাত্র দুটি ম্যাচেই ছিলেন তিনি। সেই ম্যাচ দুটি উইলিয়ামসন খেলেছেন এ বছরের জানুয়ারিতে, পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে।

তবে জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে উইলিয়ামসনের ওপরই আস্থা রাখছে কিউইরা। টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অভিজ্ঞতায় ঠাসা নিউজিল্যান্ড দলের অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁকেই। বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল আজই ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট।

উইলিয়ামসনের এটা ষষ্ঠ টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, অধিনায়ক হিসেবে চতুর্থ। তবে বিশ্বকাপ খেলার দিক থেকে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্য তিনি নন। এ ক্ষেত্রে তাঁর চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ টিম সাউদি। ১৫ সদস্যের দলে থাকা এই ফাস্ট বোলারের সপ্তম বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে এটা। ১৫৭ উইকেট নিয়ে আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে তিনিই সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। দলে থাকা আরেক ফাস্ট বোলার ট্রেন্ট বোল্টের এটি পঞ্চম বিশ্বকাপ হবে।১৫ জনের দলের শুধু পেসার ম্যাট হেনরি আর অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্ররই এখনো টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা নেই। নিউজিল্যান্ডের ১৫ জনের দলের ১৩ জনই ২০২২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দলে ছিলেন। এ ছাড়া ৬ জনের আছে সর্বশেষ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ টি,টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা। ১৫ জনের দলের সঙ্গে পেস বোলার বেন সিয়ার্সও যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাবেন। তাঁকে দলের সঙ্গে নেওয়া হবে কেউ চোটে পড়লে সেটা কাভার দেওয়ার জন্য।

দল নিয়ে নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড বলেছেন, ‘আজ যাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের সবাইকে আমার অভিনন্দন। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা বিশেষ।’ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম খেলতে যাওয়া হেনরি ও রবীন্দ্রকে নিয়েও কথা বলেছেন স্টিড, ‘দলে আসার জন্য বিবেচিত হতে ম্যাচ টি,টোয়েন্টিতে তাঁর স্কিল নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছে। আর গত ১২ মাসে রাচিন যা কিছু করছে, সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল।’

বিশ্বকাপের নিউজিল্যান্ড দল
কেইন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, ট্রেন্ট বোল্ট, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, টিম সাউদি। রিজার্ভ বেন সিয়ার্স।

আইপিএলে অনেক সাধারণ মানের বোলার দেখছেন ক্লুজনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের আইপিএলে রানবন্যা নিয়ে অনেকেই আঙুল তুলেছেন ইমপ্যাক্ট,সাব নিয়মের প্রতি। একজন খেলোয়াড় বদলি করার সুযোগ থাকায় ব্যাটসম্যানরা ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত হচ্ছেন, আত্মবিশ্বাসী হয়ে দ্রুতলয়ে রান তুলছেন। ফলে দুই শ রান দেখা যাচ্ছে হরহামেশাই, বোলাররা খাচ্ছেন নাকানি,চুবানি।

তবে রানবন্যার পেছনে শুধু ইমপ্যাক্ট,সাবই নয়, মানসম্পন্ন বোলিংয়ের অভাবকেও অন্যতম কারণ মনে করেন ল্যান্স ক্লুজনার। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস সহকারী কোচের মতে, এবারের আইপিএলে সাধারণ মানের বোলার বেশি, ব্যাটসম্যানরা যার সুবিধা তুলছেন। এ ছাড়া বোলারদের তুলনায় ব্যাটসম্যানরা দ্রুতই নিজেদের পরের ধাপে নিয়ে যেতে পেরেছেন বলেও মত এই প্রোটিয়া কিংবদন্তির। এবারের আইপিএলে প্রথম ৪৫ ম্যাচে দুই শ ছাড়ানো ইনিংস হয়েছে ২৮টি। এর মধ্যে আড়াই শর বেশি রানের ইনিংসই ৮টি, যা আইপিএলের আগের ১৬ আসর মিলিয়ে হয়েছে মাত্র দুবার। কলকাতা,পাঞ্জাব ম্যাচে তো ২৬১ রান তাড়া করে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। ক্লুজনারের মতে, ব্যাটসম্যানদের এই দাপটের পেছনে বোলারদের মানহীনতাও দায়ী, ‘পুরো টুর্নামেন্টের বোলিং পারফরম্যান্স দেখে আমি খুব হতাশই হয়েছি। খুব বেশি ভালো বোলিং দেখা যাচ্ছে না। অনেক সাধারণ মানের বোলার। আর এখনকার ব্যাটসম্যানরাও এতটা ভালো যে তারা এর সুবিধা তুলছে।’

এবারের আসরে দিল্লি ক্যাপিটালসের বোলাররা ১০ ম্যাচে ডেথ ওভারে (১৭ থেকে ২০তম ওভার) দিয়েছেন ৫৪৩ রান, যা গত আসরে ডেথ ওভারে সবচেয়ে বেশি রান হজম করা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের পুরো আসরের (১৬ ম্যাচে ৬৪৯) চেয়ে মাত্র ৯৬ রান কম। মুম্বাই গতবার ডেথ ওভারে দিয়েছিল ১২.৪৪ রান করে, এবারের আসরে এখনই তিন দলের ডেথ ওভারের গড় এর চেয়ে বেশি।

ক্লুজনারের মতে, ডেথ ওভারে বোলিংয়ের মান পড়ে গেছে, ‘আমরা যদি ছয়টা ইয়র্কার দেওয়ার চেষ্টা করে চারটাও ঠিকঠাক রাখতে পারি...এই দক্ষতাটা এখন দেখা যায় না। আমরা এখন স্লোয়ার বল বেশি করি, নানাভাবে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করি। আমার মতে, নিখাদ ডেথ বোলিং হচ্ছে ইয়র্কার। সেটা ওয়াইড ইয়র্কার হোক বা স্টাম্প ইয়র্কার। এখনকার দিনে এই দক্ষতা খুব একটা দেখা যায় না।’বোলিংয়ের মান কমে যাওয়ার পাশাপাশি ব্যাটসম্যানরাও আগের চেয়ে ভালো ব্যাটিং করেন বলেও মত দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অলরাউন্ডারের, ‘সম্ভবত ব্যাটসম্যানরাও বোলারদের তুলনায় দ্রুত নিজের পাল্টে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত খুব বেশি ডেথ বোলিং আমি দেখিনি। ফ্ল্যাট উইকেটেরও একটা ভূমিকা আছে, বোলাররা সুইং করাতে পারছে না। তবে বোলারদের তুলনায় ব্যাটসম্যানরা দ্রুত নিজেদের বিবর্তন ঘটাতে পেরেছে।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**